বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের ভূমিকা।

খালেদা নাসরীন
এম ফিল রেজিঃ নং৯৮/৮৭-৮৮

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক ঃ
অধ্যাপক ডঃ এ,এইচ, এম আমিনুর রহমান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

382789

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ডিসেম্বর ১৯৯৯।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের ভূমিকা।

এম ফিল ডিগ্রী কার্যক্রমের আংশিক পরিপূরক গবেষণা পত্র

খালেদা নাসরীন
এম ফিল রেজিঃ নং৯৮/৮৭-৮৮

তত্ত্বাবধায়ক ঃ
অধ্যাপক ডঃ এ,এইচ, এম আমিনুর রহমান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

382789

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ডিসেম্বর ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, খালেদা নাসরীন কর্তৃক উপস্থাপিত "বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের ভূমিকা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে।

আমার জানামতে এ অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ গবেষক অন্যত্র কোন ডিগ্রী লাভ অথবা প্রকাশনার জন্য ব্যবহার করেনি।

(ডঃ এ,এইচ,এম আমিনুর রহমান)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তারিখ, ৩০/১২/৯৭
ঢাকা

382789

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

- কৃতজ্ঞতা স্বীকার
- সারণী তালিকা

- ভূমিকা
- গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য
- গবেষণা পদ্ধতি

প্রথম অধ্যায়
- ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারায় নারীর অবস্থান ১
- নারী আন্দোলন ৬

দ্বিতীয় অধ্যায়
- নারী মুক্তি ১৬
- নারীদের ভোটাধিকার ২৩

তৃতীয় অধ্যায়
- নারীর ক্ষমতায়ন ৩১
- বিশ্বব্যাপী রাজনীতিতে নারী ৩৯

চতুর্থ অধ্যায়
- বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা ৪৯
- জাতীয় সংসদ ও তৃণমূল পর্যায়ে নারীর অবস্থান ৫৫
- বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নারী ৬৫

পঞ্চম অধ্যায়
- মহিলাদের রাজনীতিতে না আসার কারণ ৭০
- সুপারিশ ৭৭
- উপসংহার ৮৪
- গ্রন্থপঞ্জী
- প্রশ্নমালা

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার গবেষণা কাজের জন্য আমি অনেকের কাছে ঋণী। যাদের কাছে আমি ঋণী তাদের সবার প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা।

এম ফিল গবেষণা অসমাপ্তই থেকে যেতো যদি না আমার বড় ভাই আতিকুল ইসলাম সর্বক্ষণ আমাকে তাড়িয়ে না বেড়াতেন। তার শাসন, উৎসাহ, সাহস, অনুপ্রেরণার জন্য আজ আমার গবেষণাটি সফলতার মুখ দেখেছে।

দ্বিতীয় যে ব্যক্তিটির নাম উল্লেখ করবো তিনি আমার স্বামী-বন্ধু বনি আমিন। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্র এবং এন,জি,ও কার্যক্রমের সংগে জড়িত থাকার কারণে প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য দিয়ে গবেষণাটি আরো তথ্য বহুল হতে সাহায্য করেছে।

আমার আরেক ভাই জাকারিয়া ভূইয়া আমাকে নির্বাচন কমিশন অফিস থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছেন।

আমার মা, বাবা, মেঝো ভাই কামরুল ইসলাম, ছোট ভাই সাইফুল ইসলাম, ভাবী লায়লা এরা প্রত্যেকে প্রতিনিয়ত আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন।

জরিনা নাহার কবীর যিনি Karolinska Institute, Sweden এ Ph.D করার উদ্দেশ্যে অধ্যয়নরত। আমার এই গবেষণা কাজে তিনি কিছু মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। ধন্যবাদ তাকে আমাকে গবেষণা কাজে সহযোগিতার জন্য।

আমার একমাত্র সন্তান পৃথুর কথাও স্মরণ করতে হয় এই জন্য যে, গবেষণার কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য সে আমার আদর ও সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ডঃ ডালিম চন্দ্র বর্মন স্যারের প্রতি। তিনি এই অভিসন্দর্ভের শব্দগত ও তত্ত্বগত দিকের ভুল নিরুপনে আমাকে সহযোগিতা করেছেন।

আমার অভিসন্দর্ভের কম্পোজের কাজটি করে দেন বাইটস্ বিজনেস সার্ভিসেস এর মোঃ দিলবর রহমান, তার সর্বাত্মক সহযোগিতা ছিল অতুলনীয়।

সবশেষে যার কথা না বললেই নয় তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক এ,এইচ,এম, আমিনুর রহমান। আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে সার্বক্ষণিক আমাকে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রেরণা যুগিয়েছেন বলে আমি তার কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তার সার্বিক সহযোগিতা ও গবেষণা পত্র লেখার বিষয়ে তার মূল্যবান পরামর্শের জন্য আমার এ গবেষণা পূর্ণতা পেল।

সবার প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

আমার আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও হয়তো এই গবেষণায় অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি রয়ে গেছে। সেই জন্য আমি সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

খালেদা নাসরীন।
এম ফিল গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী তালিকা ঃ

		পৃষ্ঠা
সারণী-১	দেশ ভিত্তিক মহিলাদের ভোটাধিকার অর্জনের সময়কাল	২৭
সারণী-২	দশটি শীর্ষ স্থানীয় এন,জি,ওতে কর্মরত মহিলা শতকরা হার	৩৭
সারণী-৩	সরকারী ও আধা-সরকারী অফিসে মেয়েদের অবস্থান	৩৮
সারণী-৪	রাজনৈতিক কর্মকান্ডে গ্রামীণ মহিলাদের অংশ গ্রহণের মাত্রা	৫০
সারণী-৫	এশিয়ার কয়েকটি দেশের পালমেন্টে নারীর অবস্থান	৫২
সারণী-৬	দলভিত্তিক সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীদের মনোনয়নের হার	৫৩
সারণী-৭	প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর স্থায়ী ও নির্বাহী কমিটিতে মহিলা সদস্যদের সংখ্যা	৫৪
সারণী-৮	১৯৭৯-১৯৯৬ পর্যন্ত সাধারণ নির্বাচনে মহিলাদের অংশ গ্রহণের বৃদ্ধির হার	৫৬
সারণী-৯	সাধারণ আসনে মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা ও শতকরা হার	৫৭
সারণী-১০	১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জাতীয় সংসদে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা	৫৮
সারণী-১১	১৯৭৩-১৯৯৭ পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যানদের অবস্থান	৬৩
সারণী-১২	১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ও বিজয়ীদের সংখ্যা	৬৪
সারণী-১৩	বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যা ও শতকরা হার	৬৬

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সাম্প্রতিককালে নারীর ক্ষমতায়নের উপর বেশ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। ১৯৯১ সনের আদম শুমারী অনুসারে পুরুষ ও নারীর আনুপাতিক হার ১০৬ঃ১০০। অথচ আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সবর্ত্র নারীর অবস্থান তুলনামূলক বিচারে অনেক নিচে।

নারীর ক্ষমতায়নের রাজনৈতিক দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জিত হলেই নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা আইনগত মুক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তাছাড়া রাজনীতিতে মহিলাদের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব না থাকলে স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের সমস্যা, অধিকার ও উন্নয়নের বিষয়গুলো উপেক্ষিত হবার সম্ভাবনা থাকে।

এম ফিল ১ম পর্ব পাশ করার পর নারীর উপর কাজ করার আকর্ষণ বোধ করলাম। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রী হিসেবে বেছে নিলাম "বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের ভূমিকা" কারণ, সে সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও ছিল নারী কেন্দ্রীক অর্থাৎ ১৯৯০ সনের শেষ প্রান্তে এরশাদ সরকারের পতনের পর নির্দলীয় কেয়ার টেকার সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনের ফলে দুই জন নারী কাঠামোগত রাজনীতির শীর্ষে অধিষ্ঠিত হন। একজন সরকার প্রধান রূপে অপর জন জাতীয় সংসদে বিরোধী দল সমূহের নেত্রী হিসেবে। রাজনীতির অঙ্গনে দুই

Dhaka University Institutional Repository

নেত্রীর প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও রাজনীতিতে বিরাজ করছে প্রায় নারী শূণ্যতা। তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় সর্ব স্তরের বিশেষভাবে কাঠামোগত রাজনীতিতে নারীর অবস্থান মোটেও ব্যাপক, সুসংহত নয়।

আমার অভিসন্দর্ভ পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে খুঁজে দেখার চেষ্টা করেছি অতীতে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থান কিরূপ ছিল। কিভাবে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বিলুপ্ত হয়ে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের গোড়া পত্তন হয়। আদিম যুগ, সামন্ত যুগ, পুঁজিবাদি যুগ, সমাজতান্ত্রিক যুগে নারীর অবস্থান কখন কিরূপ ছিল অর্থাৎ ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারায় নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একই অধ্যায়ে রয়েছে কিছু সংগ্রামী নারীর কৃতিত্ব পূর্ণ সংগ্রামের কথা। তৃতীয় বিশ্বের নারী আন্দোলন কোন আরোপন নয়, এর আছে নিজস্ব ইতিহাস। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনেরও আছে নিজস্ব ইতিহাস। তেভাগা আন্দোলন, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা আন্দোলনে রয়েছে এদেশের নারীদের সাহসিকতা পূর্ণ অবদান। এরূপ কিছু নারী যেমন বেগম রোকেয়া, আশা লতা, লীলা নাগ, ইলা মিত্র সহ অনেকের জীবনী শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়েছে এ গবেষণায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে নারী মুক্তি এবং নারীর ভোটাধিকার নিয়ে আলোচনা করেছি। ধর্ম, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র নারীর প্রতি প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করে। বৈষম্যের দিকগুলো কিছুটা তুলে ধরা হয়েছে। এ সব বৈষম্যের হাত থেকে মুক্ত হতে না পারলে

Dhaka University Institutional Repository

নারী থেকে যাবে পরাধীন। নারীর ভোটাধিকার অর্জনের ইতিহাসও খুঁজে দেখা হয়েছে। কোন কোন দেশ কখন ভোটাধিকার লাভ করেছে তা একটি সারণীর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে এবং এর সাথে বাংলাদেশ সংবিধানে এ অধিকার কিভাবে লিপিবদ্ধ আছে তা তুলে ধরেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন এবং বিশ্ব ব্যাপী নারীর ক্ষমতায়নের উৎস ও প্রেক্ষাপট খুঁজে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ছাড়াও এন,জি,ও দের কর্মকান্ডে নারীদের হার, সরকারী বেসরকারী অফিসে মেয়েদের অবস্থান দুটি সারণীর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে বেশ কিছু উপাত্তের ব্যবহার করেছি। যে উপাত্ত গুলো এদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের চিত্র তুলে ধরে। জাতীয় সংসদ, ইউনিয়ন পরিষদ, প্রভৃতি প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানে নারী কতটা ভূমিকা রাখতে পারছে তা আলোচনা করা হয়েছে। এর সাথে সাধারণ মহিলাদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের দিকটা দেখার জন্য একটি গ্রামের ৪০ জন মহিলার সাক্ষাৎকার নিয়েছি।

পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের ক্ষীণ ভূমিকা রাখার কারণ ও আমার গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার ২০ বৎসর পর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন নারী। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর এই অধিষ্ঠান নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। তবে একথা সত্যি যে, ক্ষমতার শীর্ষে কতিপয় নারীর অধিষ্ঠিত থাকা মানেই সেদেশের রাজনীতিতে ব্যাপক সংখ্যক নারীর সম্পৃক্ততা বুঝায় না। যতই দিন যাচ্ছে ততই রাজনীতিতে মহিলাদের অংশ গ্রহণের হার বাড়ছে কিন্তু অর্ধেক জনগোষ্ঠীর নারীর সংখ্যানুপাতে এই বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য নয় বললেই চলে। রাজনীতি ও উন্নয়ন পরস্পর সম্পৃক্ত। রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণ তাদের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন। কেননা নারী সমাজকে বাদ দিয়ে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর পূর্ণ অংশ গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা খুবই জরুরী।

আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে-

১। বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশ গ্রহণ।

২। সরকারী নীতি নির্ধারনীতে নারী কতটা প্রতিনিধিত্বশীল ভূমিকা রাখছে।

৩। রাজনীতিতে সীমিত অংশ গ্রহণের কারণ।

এই বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা।

উপসংহারে ক্ষমতা কাঠামোর প্রতিটি পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক অবস্থান নিশ্চিত ও সুদৃঢ় করণের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী সে বিষয়ে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

এ পর্যন্ত বাংলাদেশের নারীদের নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, ঐ সকল গবেষণায় নারীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ, সরকারী নীতি

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারনীতে নারীর প্রতিনিধিত্ব এবং রাজনীতিতে সীমিত অংশ গ্রহণের কারণ এই সব দিকগুলোর পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না। আমার গবেষণায় এসব দিকগুলো প্রাধান্য পেয়েছে। গবেষণার ফলাফল নীতি নির্ধারক, সমাজকর্মী ও ভবিষ্যৎ গবেষকদের সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রধানতঃ মাধ্যমিক উৎসের উপর ভিত্তি করে গবেষণার অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণা কাজটি মূলতঃ ছিল গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক। যে সব গ্রন্থাগারের সাহায্য নেয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার, বি, আই, ডি, এস গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরী, উইমেন ফর উইমেন। গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও ইতিমধ্যে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এছাড়াও গবেষণাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার জন্য এবং সাম্প্রতিক তথ্য সংযোজনের জন্য আমাকে নির্বাচন কমিশন, বিভিন্ন পার্টি অফিসে যোগাযোগ করতে হয়েছে। গ্রামীণ মহিলাদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের দিক দেখার জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত আড়াই হাজার থানার একটি গ্রামের ৪০ জন মহিলার উপর জরিপ করি। জরিপ কাজটা সম্পন্ন করা হয় প্রশ্ন পত্রের ভিত্তিতে। আলাপ আলোচনা ও নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যেমে প্রশ্নগুলোর উত্তর সংগ্রহ করা হয়েছে।

বই, প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা, নির্বাচন কমিশন, পার্টি অফিস থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন উপাত্ত, পরিসংখ্যান এবং গ্রামীণ মহিলাদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত্য তথ্যের সমন্বয়ে এই গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারায় নারীর অবস্থান

আমার আলোচনার বিষয় বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা। রাজনীতি সমাজ বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। যে কোন দেশের রাজনীতি সে দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সংগে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত তাই কোন একটি নির্দিষ্ট সমাজ কাঠামোতে নারীর প্রকৃত অবস্থানই বলে দেয় ঐ সমাজ পরিচালনাকারী যে রাজনীতি তাতে তার নারীর অবস্থান কোথায়।

সমাজ কাঠামোতে নারীর অবস্থান কালভেদে পরিবর্তনশীল। আদিমযুগে নারীর অবস্থান সমাজে কি ছিল তার সঠিক চিত্র ইতিহাসে বিরল। ইতিহাস ও বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে আমরা বুঝতে পারি আদি সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক, শুরুতে নারীর জীবনে কোন দাসত্বের বন্দ্রন ছিল না। গোত্র প্রথার সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বে আহার, নিদ্রা ও শিক্ষার জীবন ধারনের এই সব কাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে কোন বিরোধ ছিল না। উদ্ধৃত্ত সম্পত্তির অনুপস্থিতিতে এবং জীবন ধারনের অনিশ্চিয়তা তাদেরকে সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে বাধ্য করত।

কিন্তু সমাজ এই স্তরে থেমে থাকেনি। পরবর্তীতে মানুষ পশু পালনে যুক্ত হলো। এই স্তরেই শ্রম বিভাগের যুগ শুরু হয়ে যায়। পরবর্তীতে মানুষ জমিতে ফসল ফলানো শিখার পর উৎপাদনে উদ্ধৃত্ত দেখা দিল এবং এ থেকেই সমাজে বিরাট আকারে পরিবর্তন আসে। উদ্ধৃত্তের সাথে মালিকানার বিষয়টি সম্পৃক্ত। পুরনো, সরল গোত্রভিত্তিক সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে সমাজ দুভাগে ভাগ হলো একটি মালিক, অন্যটি মালিকের অধীনস্ত শ্রেণী। সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পড়ল উত্তরাধিকারের। ফ্রেডারিক এঙ্গেল তার "পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি" গ্রন্থে বলেছেন যে, "মানুষের শ্রেণীবিভাজন ও শ্রমবিভাজন; পরিবারের উৎপত্তি, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ব্যক্তিগত মালিকানার উৎপত্তির ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।"[১]

"German Ideology" -তে মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছেন যে, মানর সমাজের প্রথম যে শ্রমবিভাজন সেটা হচ্ছে নারী-পুরুষের শ্রমবিভাজন। সন্তান উৎপাদনকে কেন্দ্র করে নারী পুরুষের যে শ্রমবিভাজন সেটাই মানুষের প্রথম শ্রমবিভাজন। প্রথম যে শ্রেণী নিপীড়ন সেটাও হচ্ছে নারী পুরুষের মধ্যে।[২] ধীরে ধীরে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার ভেঙ্গে সমাজে প্রচলন ঘটল বিয়ের। সন্তান এর পরিচয় মায়ের দিক থেকে না হয়ে বাবার দিক থেকে হওয়ার নিয়ম চালু হলো। এঙ্গেলস একে মাতৃ অধিকার উচ্ছেদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। একদিকে মাতৃঅধিকার উচ্ছেদ , অন্যদিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হওয়া এ দুটোই নারীর পরাজয় ঘটায়। নারীর অবস্থানের মধ্যে আসে এক মৌলিক পরিবর্তন, যে পরিবর্তনের ফলে নারী শুধু বাইরের জগতেই নয়, নিজের পরিবারের মধ্যেও প্রকৃত পক্ষে পরিণত হয় এমন এক দাসে যার কাজ দাড়ায় সন্তান উৎপাদন ও সংসার দেখা শোনার দায়িত্ব পালন করা।[৩]

নারীর ঐতিহাসিক পরাজয় ঘটে যখন নারী শুধু সন্তান ধারণ ও সন্তান পালন এর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ল।

উৎপাদনকারী এবং সম্পত্তির মালিক যেহেতু পুরুষ তাই পারিবারিক ও সামাজিক সকল সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারী হলো পুরুষ। এ যুগে সমাজে একটি বিশেষ শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে তা হচ্ছে দাস। এই

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীর কোন অধিকারই ছিল না। রাষ্ট্র যন্ত্র পরিচালিত হতো মালিক শ্রেণীর স্বার্থে। মূলতঃ রাষ্ট্র ব্যবস্থাটাই তৈরী হলো এই শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য। এই দাস শ্রেণীর মধ্যে নারী দাসদের দুর্ভোগ ছিল চরম। একদিকে পুরুষ দাসদের মতো তাকে মালিকের অধীনে মালিকের জমিতে কাজ করতে হতো বেচে থাকার জন্য অন্যদিকে নারী হিসেবে সে মালিকের যৌণ সম্ভোগের শিকার হতো। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় দাস বিদ্রোহ ঘটার ইতিহাস রয়েছে।

নারীর প্রতি সামন্তবাদী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত নীচু ও ঘৃণ্য ধরনের। সামন্তবাদী সমাজে নারী হচ্ছে ভোগের সামগ্রী, উৎপাদনের যন্ত্র। পরিবারের কর্তা স্বভাবই যিনি পুরুষ তার মালিকানাধীনে অন্যান্য উৎপাদনের উপকরণের সাথে নারীকেও গণ্য করা হতো। এ সময়ে নারীর একমাত্র বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে উঠল গৃহকোণ। তার ক্ষেত্র আরও সংকুচিত করা হলো ধর্মীয় ও সামাজিক আইন কানুন দ্বারা। ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা, সহমরণ প্রথা, বিধবা নারীদের কঠিন শর্তযুক্ত জীবন সমাজে নারীর অবনমিতের প্রমাণ তুলে ধরে।

যোড়শ শতকে শিল্পের বিকাশ সমাজ কাঠামোর মধ্যে একটা পরিবর্তনের ধারা সৃষ্টি করল। পণ্যের বাজার ও সম্প্রসারণশীল বাণিজ্য শিল্পের বিকাশকে উৎসাহিত করল। এদের সংগে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের নব নব আবিস্কার এ বিকাশকে বিপ্লবে রূপান্তরিত করল। বড় বড় কারখানা প্রস্তুত হলো ফলে গৃহ নির্ভর কুটির শিল্পের বাজার সংকুচিত হলো। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানার মালিক শ্রমিকে রূপান্তরিত হলো বড় কারখানায় অর্থাৎ ব্যাপক আকারে সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল। এই শ্রম বিক্রয় নির্ভর পরিবার কিন্তু কৃষি নির্ভর পরিবারের

Dhaka University Institutional Repository

মতো তাদের (নারীদের) আর গৃহকোণে বন্দী করে রাখতে পারলো না। জীবিকার তাগিদে তাদের বিরাট সংখ্যক নারীরাও কারখানার কাজে নিযুক্ত হলো। এর পরবর্তীতে বাষ্প ও যন্ত্র শিল্প বিপ্লব ঘটিয়ে দিল শিল্পোৎপাদনে।[৪]

বিশ্ব বাজার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রতিষ্ঠার তাগিদ থেকে প্রতিনিধিত্ব মূলক রাষ্ট্রের ধারনা তৈরী হলো। ধারনা বিকশিত হলো গোটা পৃথিবী ব্যাপী। যাকে মার্কস ও এঙ্গেলাস বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজ হিসেবে আখ্যায়িত করেন, দাসপ্রথা ও সামন্তবাদের মত পুঁজিবাদও একটি শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থা। এখানেও উৎপাদন ব্যক্তিগত মালিকানা ও মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ অব্যাহত থাকে।[৫]

উন্নত পুঁজিবাদী সমাজে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থানের অনেক পরিবর্তন হলেও এবং তাদের অনেকের একটা স্বাধীন অর্থনৈতিক জীবন নিশ্চিত হলেও তার দ্বারা নারী পুরুষ সম্পর্কের মধ্যকার বেষম্য পুরোপুরি দূর হয় না। এটা না হওয়ার কারণে পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোর মধ্যেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হতে থাকে যে, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা নারীকেও পুরুষের উপর নির্ভরশীল রাখলেও অর্থনৈতিক কাঠামোর বাইরেও এমন কিছু উপাদান ও শর্ত আছে যা নারী পুরুষ সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কার্যকর থাকে।[৬]

ভূমিদাস ও সামন্ত আমলের তুলনায় পুঁজিবাদে বৃহৎ যন্ত্র কলকারখানা নারীদের গৃহ থেকে মুক্ত করে আনে ঠিকই, কর্মের স্বাধীনতা এনে দিতে পারে না। অর্থাৎ সেখানেও নারীরা নির্যাতিত হতে থাকে। এর সুস্পষ্ট উদাহরণ তুলে ধরা যায় আমাদের দেশে পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকদের শোষণ ও নির্যাতনের বিষয় লক্ষ্য

Dhaka University Institutional Repository

করলে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা নারীকে অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দিলেও নারীর মাঝে উপস্থিত হয় এক বিরাট দ্বন্দ্ব। একদিকে-মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন, সংসারের দায়িত্ব পালন অন্য দিকে জীবিকার কাজ এভাবে নারীর উপর দায়িত্বের গুরুভার এসে পড়ে। অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাও নারীকে দিতে পারেনা প্রকৃত অর্থে মুক্তি।

বাংলাদেশে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। আদিযুগ, সামন্তযুগ পেরিয়ে এলেও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার বেড়াজালে এদেশের নারী এখানো আবদ্ধ রয়ে গেছে পিতৃতান্ত্রিকতা, ধর্মান্ধতা, আইনের জটিলতায়। শোষণমুক্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা ছাড়া নারীর প্রকৃত মুক্তি হতে পারে না। সে কারণে এক দিকে যেমন সাধারণ রাজনৈতিক দলে নারীর ব্যাপক অংশ গ্রহণ প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন পৃথক নারী সংগঠনের, যার মাধ্যমে নারী সমস্যার বিশেষ দিকগুলো চিহ্নিত করা ও সেগুলি সমাধানের জন্য এখন থেকেই স্পষ্ট চিন্তাভাবনা ও কর্মসূচী নির্ধারণ সম্ভব হয়। এযুগের নারীদের কর্ম-প্রেরনার উৎস হবে, রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে আগ্রহী করে তুলবে অতীতে এদেশের নারীদের সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস।

Dhaka University Institutional Repository

নারী আন্দোলন

যুগে যুগে নারী অন্ধকার-পশ্চাৎপদতা-পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য করেছে আন্দোলন, সংগ্রাম, রেখে গেছে উত্তরসূরীদের জন্য দৃষ্টান্ত।

আজকের দিনে নারী আন্দোলন নতুন কোন বিষয় নয় অথচ এমন এক সময় ছিল যখন মেয়েদের আন্দোলনের পথ ছিল কঠিন, দুর্গম। সেই কঠিন, দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে আজকের সংগ্রামী নারীদের জন্য যারা পথ আলোকিত করে সমাজ প্রগতির ধারাকে গতিশীল রেখেছে সেই মহিয়সী নারী প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত, ইলামিত্র, লীলানাগ, মাতঙ্গিনী হাজরা, বেগম রোকেয়া, জোবেদা খাতুন সহ আরো অনেক নারীর অবদান কিছুটা তুলে ধরার প্রয়াস নেবো।

বেগম রোকেয়া ঃ

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না হলেও কিংরা তার বক্তব্য কোন রাজনৈতিক প্লাটফর্ম, মিটিংএ, মিছিল এ উচ্চারিত না হলেও তাকে এ বাংলার মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে, করবে কেননা মুসলিম নারীর শিক্ষা বিস্তার ও অবরোধ মুক্তির আন্দোলনের সাথে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রংপুরের পায়রাবন্দ গ্রামের এক ঐতিহ্যবাহী মুসলিম ভু-স্বামী পরিবারে বেগম রোকেয়ার জন্ম ১৮৮০ সালে।

বেগম রোকেয়া নারী মুক্তির জন্য যে সব বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে সংঘবদ্ধ মহিলা সংগঠন অন্যতম। ১৯১৬ সালে আঞ্জুমান খাওয়াতীনে ইসলাম বা মুসলিম মহিলা সমিতি নামে

Dhaka University Institutional Repository

এক সমিতি গঠন করেন। যার একমাত্র উদ্দেশ্য মহিলাদের সামাজিক, শিল্প বিষয়ক, রাষ্ট্রীয় ও আইনগত অধিকার আদায়। কার্যত এই সমিতির মাধ্যমেই রোকেয়া সরকারের সঙ্গে নারীর অধিকার নিয়ে দরবার করেছেন এবং অনেক ব্যাপারে কৃতকার্য হয়েছেন। রোকেয়া দীর্ঘ ২৪বছর কর্মজীবনে যা কিছু করেছেন সব কিছুর মূলে ছিলো প্রতিষ্ঠিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা, স্কুল পরিচালনার মধ্য দিয়ে তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত [১৯৩২] নারীর অবরোধ মুক্তির জন্য সমাজ সংস্কারের ভূমিকা পালন করে গেছেন।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে পরবর্তী দুই দশকের মধ্যে বিবি তাহেরুন্নেসা, ফয়জুন্নেসা চৌধুরী এবং করিমুন্নেসা খানম এই তিনজন নারীর আবির্ভাব ঘটে যারা মুসলিম নারীকে অবরোধ থেকে বের করার জন্য প্রথম আহবান জানিয়েছিলেন।[৭]

উল্লেখযোগ্য যে স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে তখন ধর্মীয় প্রচারণা ও বিধিনিষেধের চাপ প্রবল ছিলো। সেই প্রতিকূল অবস্থায় নারীর অবরোধ মুক্তি অসম্ভব ছিলো।

আশা লতা সেন ঃ

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেত্রী নিরলস কর্মী আশালতা সেন এর জন্ম ১৮৯৪ সালে নোয়াখালীতে।

মাত্র দশ বছর বয়সে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তার লিখনি। এগার বছর বয়সে বিলাতী-বর্জনের সংকল্প পত্রে স্বাক্ষর করার দায়িত্ব অর্পিত হয় তার উপর, মাতামহী নবশশী কর্তৃক। সেই বয়সেই গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রথম দেশের কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২১ সালে মহাত্মাগান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের আদর্শ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে শিল্পাশ্রম নামে মহিলাদেরে জন্য বয়নাগার স্থাপন করেন। ১৯২৪ সালে গঠন করেন গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি। সমিতির মহিলারা নিজেরাই স্বদেশী বস্ত্র গ্রামে বিক্রি করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রচার কার্য চালাতেন। ১৯২৭-এ মহিলা কর্মী তৈরীর জন্য কল্যাণ কুটির আশ্রম, শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১৯২৯ এ স্থাপন করেন জুড়ান শিক্ষা মন্দির নামে বিদ্যালয়। সরকারের আইন অমান্যের জন্য ১৯৩০ এ গঠন করেন জাগ্রত সেবিকাদল, ১৯৩১ এ বিক্রমপুর রাষ্ট্রীয় মহিলা সংঘ। অফুরন্ত কর্ম প্রেরনার প্রতীক আশালতা দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের কাজ করতে যেয়ে ভঙ্গ করেছেন ১৪৪ ধারা, কারাবরণ করেছেন একাধিকবার। নির্যাতনের শিকার হয়েছেন পুলিশী হামলার-থেমে থাকেন নি আশালতা সেন। পূর্ব বাংলার গ্রামে গ্রামে গিয়ে বাংলার নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তুলেছিলেন, জাগিয়েছিলেন দেশপ্রেমের প্রবল উম্মাদনা।

লীলা নাগ ঃ

১৯০০ সালের ২রা অক্টোবর এক উদার, আধুনিক, সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম লীলা রায়ের। লীলা রায় জীবনের প্রথম থেকেই আত্মত্যাগ ও দেশ প্রেমের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে উঠেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার প্রচলন শুরু হয় তার মাধ্যমে। তিনি ছিলেন একমাত্র মহিলা শিক্ষার্থী [ইংরেজী বিভাগ]।

নারী শিক্ষার বিস্তার ও প্রসারের লক্ষ্যেই ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন দীপালী সংঘ। দীপালী সংঘের আওতায় স্থাপিত হয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়। নারী শিক্ষা মন্দির, শিক্ষা ভবন, শিক্ষা নিকেতন এ সমস্ত মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত স্কুল তারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। পরবর্তীতে লীলানাগ সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। সময়টা তখন মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন এবং অন্যদিকে সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক। দুধারায় নিজেকে সম্পৃক্ত করে নেতৃত্ব দেন মিছিল এর, তারই সাথে শরিক হন দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ অনেক বিপ্লবী আন্দোলনে। ১৯৩১ সালের ২০শে ডিসেম্বর লীলানাগ এবং তার অনুসারী রেনু সেনকে গ্রেফতার করা হয়, দেয়া হয় ডিটেনশন। ডিটেনশন প্রাপ্ত তারাই প্রথম ভারতীয় নারী। ১৯৩৭ সালে ৮ই অক্টোবর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ঢাকায় গিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন।

তার সংগ্রামী জীবনে আরেকটি অবদান ন্যাশনাল সার্ভিস ইনষ্টিটিউট (অক্টোবর, ১৯৪৬) প্রতিষ্ঠা। ব্রিটিশ সরকারের শাসননীতির ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিলে দুঃস্থদের সাহায্য করার জন্যই এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন।

দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত অকুতোভয় সৈনিক, সংগ্রামী ঐতিহ্যের ভাস্কর লীলা রায় শেষ নিঃস্বাস ত্যাগ করেন ১৯৭০এর ১১ই জুন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রীতি লতা ওয়াদ্দেদার ঃ

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার জন্ম ৫ই মে ১৯১১, চট্টগ্রামের ধলঘাট গ্রামে। দেশকে ভালবেসে সশস্ত্র বিদ্রোহে পুরুষের সাথে সমান তালে জীবনকে উৎসর্গ করার ব্রত নিয়ে যে সমস্ত নারী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে কুণ্ঠিত হন না সে সমস্ত বীর সৈনিকদের মধ্যে একজনের নাম প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

বিশ শতকের দিকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সূর্যসেনের বিপ্লবী দলের মহিলা সদস্য প্রীতিলতা। সে সময়ে ইংরেজ বিরোধী কার্যকলাপে অনেকে আত্মত্যাগ করেছেন কিন্তু প্রীতিলতাকে আমরা ভিন্নভাবে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করব কেননা তিনিই প্রথম বীর নারী যিনি আত্মত্যাগ করেছেন দেশত্ববোধ থেকে। মাষ্টারদার নির্দেশে পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব এর আক্রমণের দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে আক্রমণ সফল করে ফিরে আসার পথে শত্রুর গুলিতে আহত হন এবং ধরা দেয়ার গ্লানি থেকে বাঁচার জন্য বিপ্লবীদের নিয়ম অনুযায়ী পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মত্যাগ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মাতঙ্গিনী হাজরা ঃ

১৯৩২ সালে মাতঙ্গিনী হাজরা বৃটিশ ভারতে শত্রুদের আইন অমান্য করে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য কারাভোগ করেন। নিহত হন ১৯৪২ সালে পুলিশের গুলিতে একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা করার সময়।

ইলা মিত্র ঃ

ভারতীয় কমিউনিষ্ঠ পার্টির সদস্য, তেভাগা আন্দোলনের কিংবদন্তী ইলা মিত্রের জন্ম ১৯২৫ সালে ১৮ই অক্টোবর কলকাতায়।

আদি নিবাস যশোর জেলায়। বিয়ের পর স্বামীর সাথে পূর্ব বাংলার চাঁপাই নবাবগঞ্জে এসে নাচোল অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তারই নেতৃত্বে নাচোল এলাকায় কৃষক সমাজ জেগে উঠেছিল। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষকদের আন্দোলনে ডাক দেন। কিন্তু তেভাগা আন্দোলন নির্মূল করার জন্য সেনাবাহিনী, পুলিশ গ্রাম বাসীর উপর চালায় নির্যাতন, অত্যাচার। নির্যাতন যখন চরমে তখন ইলা মিত্র আত্মরক্ষার জন্য সীমান্ত পারি দেয়ার সময় পুলিশের হাতে ধরা পরে। তারপর ইলামিত্র সহ অন্যান্য গ্রেফতারকৃত কৃষকদের উপর চলে বর্বর, অমানুষিক নির্যাতন। ১৯৫০ সাল থেকে ৫৪ সাল পর্যন্ত কারাগারে থেকেছেন পূর্ব পাকিস্তানে আবার পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬২,৭০,৭১,৭২ সালে গ্রেফতার হয়ে কারাগারে থেকেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা সংগ্রামী ইলামিত্র ভারত সরকার কর্তৃক স্বতন্ত্র সৈনিক সম্মানিত ও তাম্রপত্র প্রাপ্ত হয়েছেন।[৮]

জোবেদা খাতুন প্রথম মুসলিম নারী যিনি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে যোগদিয়েছিলেন ১৯২৭ সালে। পারুল মুখার্জী, নেলী সেন গুপ্তা, মনোরমা বসু, বীনা দাস, উজ্জ্বল মজুমদার, মুহাসিনী গাঙ্গুলী এ রকম আরো অনেক সংগ্রামী নারীর নাম ইতিহাসের পাতা থেকে পাই কিন্তু এই স্বল্প পরিসরে সবার অবদান, আত্মত্যাগ বর্ণনা করা সম্ভব নয় তবে অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি না তুলে ধরি সে সব বঙ্গ নারীদের কথা যারা অবদান রেখেছেন দেশ বিভাগের পর যেমন ৫২ ভাষা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে।

১৯৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা নিয়ে বাদ প্রতিবাদ চলতে থাকে। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণ পরিষদে অধিবেশনে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হলে বাংলার ছাত্র জনতা বিক্ষুব্দ হয়ে উঠে। এ সময় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ছাত্রদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। এই আন্দোলনে নিবেদিতা নাগ, নাজিরা বেগম, লিলিখান, লায়লা সামাদ, বরিশালে মনোরমা বসু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ৪৮ এর তুলনায় ১৯৫২র ভাষা আন্দোলনে নারী সমাজের ভূমিকা ছিল আরো ব্যাপক ও সক্রিয়। এ সময় স্কুল, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা পুরুষের পাশাপাশি সভা সমিতি, মিছিলে অংশ গ্রহণ করেছেন দ্বিধাহীন চিত্তে। ৫২-র আন্দোলন যারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে নাদিরা বেগম, ডঃ শফিয়া, ডঃ সুফিয়া আহমদ, ডঃ হালিমা খাতুন, শামসুন্নাহার আহসান, রওশন

Dhaka University Institutional Repository

আরা বাচ্চু, সুরাইয়া, রোকেয়া খাতুন, নুরুন্নাহার, রাহেলা, জোহরা আরা প্রমুখ ছিলেন অগ্রগণ্য।

ভাষা আন্দোলনকে বলা হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের উষালগ্ন, ভাষা আন্দোলনে শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত মুসলিম মেয়েদের ব্যাপক অংশ গ্রহন ছিল। পূর্ব পাকিস্তান সরকার ২১শে ফেব্রুয়ারীতে ১৪৪ ধারা জারি করে। সেই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরা। ঐদিনের মিছিলে ছাত্র/ছাত্রীদের উপর পুলিশের অবর্ণনীয় অত্যাচারের কাহিনী আমাদের জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের ইতিহাসের এক গুরুত্বপুর্ণ অধ্যায় হিসেবে বহুল আলোচিত। এই বাধভাঙ্গা মিছিলে যেসব ছাত্রী ছিলেন তাদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে গৌরবময় অবদান রাখেন।

১৯৫৪ সালে নির্বাচনে ব্যাপক সংখ্যক মহিলা নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেয়। যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে চৌদ্দজন মহিলা প্রাদেশিক আইন পরিষদে নির্বাচিত হন।

ষাটের দশকের আন্দোলনের মধ্যে রয়েছেন ডাকসুর সাধারণ সম্পাদিকা বেগম মহিয়া চৌধুরী, সহ সভানেত্রী মাহফুজা খানম, রোকেয়া হলের সভানেত্রী মালেকা বেগম ও আয়শা খানম, ছাত্রলীগ নেত্রী রাফিয়া আক্তার ডলি, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান পরিচালনাকারী কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য দীপা দত্ত প্রমুখ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৩-৮৭, ১৯৮৯-৯০ এ সময়কাল ধরে এ দেশের গণমানুষের সঙ্গে এ দেশের নারী সমাজ ও এ সংগ্রামে ছিল। এ দেশের নারী সমাজের সচেতন অংশ সর্বদাই দেশে গণতন্ত্রের জন্য সক্রিয় ভূমিকা রাখে। গণতন্ত্র নারী প্রগতি ও নারী মুক্তির পূর্ব শর্ত। তাই নারী সমাজ দেশের একজন নাগরিক হিসেবে এবং নারী হিসেবে নিজস্ব দাবি দাওয়া বাস্তবে অর্জনের স্বার্থে সচেতন, সংগঠিতভাবে ও প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা পালন করে আসছে। এ ভুমিকা আরোও ব্যাপক হবে যদি সমাজে বিদ্যমান বৈষম্য ও প্রতিবন্ধকতা থেকে নারী নিজেকে মুক্ত করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

(১) আনু মুহাম্মদ, এঙ্গেলস-এর "পরিবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি"। সংস্কৃতি, বিশেষ নারী সংখ্যা, ঢাকা ১৯৯৭ সম্পাদনা বদরুদ্দীন উমর। পৃষ্ঠা ১৩১

(২) আনু মুহাম্মদ, পূর্বোল্লিখিত, পৃষ্ঠা- ১৩১।

(৩) বদরুদ্দীন উমর, "নারী প্রশ্ন প্রসঙ্গে"। সংস্কৃতি বিশেষ নারী সংখ্যা, ঢাকা ১৯৯৭, সম্পাদনা বদরুদ্দীন উমর। পৃষ্ঠা- ১০৬।

(৪) মার্কস এঙ্গেলস কমিউনিষ্ট পার্টির ইস্তাহার, সম্পাদনা-প্রফুল্ল রায়। পৃষ্ঠা-৩০।

(৫) আয়শা খানম, "আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও নারী সমাজ", নারী জাগরণ ও মুক্তি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা ১৯৮৬। পৃষ্ঠা- ২০।

(৬) বদরুদ্দীন উমর,পূর্বোল্লিখিত, পৃষ্ঠা- ১০৫।

(৭) মালেকা বেগম, নারী মুক্তি আন্দোলন। বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৯। পৃষ্ঠা-৮৭।

(৮) সেলিমা হোসেন, অজয় দাস গুপ্ত, রোকেয়া কবীর সম্পাদিত সংগ্রামী নারী যুগে যুগে, প্রথম খন্ড, ঢাকা ১৯৯৮ বাংলাদেশ নারী প্রগতিসংঘ। পৃষ্ঠা-৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

নারী মুক্তি

নারী মুক্তি বিষয়টি আজকাল বেশ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান পেয়েছে। মানুষ যদি স্বাধীনভাবে জন্ম গ্রহণ করে থাকে, পুরুষ মুক্তির কথা যদি উচ্চারিত না হয় তবে নারী মুক্তির কথা আসে কেন? তবে নারীকে কি স্বাধীন মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয় না? নারী কি পরাধীন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়।

নারী নিপীড়নের উৎস হিসেবে মার্ক্সবাদী ব্যাখ্যা হলো এটা ঘটেছে শ্রেণী বিভক্ত সমাজের বিকাশের মধ্য দিয়ে এবং এর ভিত্তি হচ্ছে পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্র।

মার্ক্সবাদী পদ্ধতির যে চূড়ান্ত ফল নারীর অমর্যাদার ধারাকে ব্যাখ্যা করার ভিত রচনা করেছে তাকে নিচের প্রস্তাবনায় বর্ণনা করা যায়।

প্রথমতঃ নারী সব সময় নিপীড়িত বা দ্বিতীয় লিঙ্গ ছিল না। নৃতত্ত্ব প্রাক ইতিহাসের সমীক্ষা আমাদের অন্য কথা বলছে। গোটা আদিম সমাজ জুড়েই নারী পুরুষ সমান ছিল এবং পুরুষরা তাদের সেভাবেই স্বীকার করে নিয়েছিল আর আদিবাসী সমষ্টিবাদের যুগান্তরই হচ্ছে ঐ আদিম সমাজ।

দ্বিতীয়ত ঃ মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীগত সমাজের ভেঙ্গে পড়া এবং তার জায়গায় পিতৃতান্ত্রিক পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্র

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতার প্রতিষ্ঠানগুলো সহ শ্রেণী বিভক্ত সমাজের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে নারীর পতন ঘটেছে।[১]

অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিবাদী জীবনে পুরুষ হচ্ছে প্রভু আর নারীকে অধীনস্তের ভূমিকা পালন করতে হয়, কখনো কখনো তাকে আত্মসমর্পণও করতে হয়। মাত্র সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নারী রান্নাঘর ও শিশু-যত্ন ত্যাগ করে পুরুষের একাধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাবার জন্য বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু অসমতা এখানো রয়ে গেছে আর নারী মুক্তির ব্যাপারটি এ জন্যই রাজনীতিতে নারীর ভূমিকাতে যুক্ত করা হলো কেননা রাজনীতি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার নয়। আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নারীর স্বাধীন অবস্থান নারী মুক্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

নারী স্বাধীনতাহীনতা আসলেই একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি যা আমাদের সমাজ কাঠামোটির উন্নত ও বিকশিত হবার শক্তিকে প্রতিনিয়ত ধ্বংস করে ফেলছে। স্বাধীনতা কোন আচরণ বা মূল্যবোধ নয়। স্বাধীনতা হলো মূল্যবোধের মূল্যবোধ।[২]

সে জন্যই এটি কোন মানুষকে অর্জন করতে হয় না বরং মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে গেলে এর জন্য যুদ্ধ করতে হয় এবং স্বাধীনতা বিনষ্ট হবার উপক্রম হলে তার বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হয়। নারীর পরাধীনতার এবং তার প্রতি বৈষম্যের কারণে নারী স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তাটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

মেয়েরা কেন রাজনীতিতে অংশ নেয় না কিংবা নীতি নির্ধারনের বা অন্য সব মানুষকে নেতৃত্ব দেবার মত অন্য কোনও সক্রিয় জীবনবৃত্তি কেন বেছে নেয় না? এ সমাজ নারীদের অধীনস্থ করে রাখার লক্ষ্যে সংসারের ব্যয়ভার তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। রান্নাবান্না, ঘর গোছানো থেকে শুরু করে সন্তান পালন যেন নারীদের কাজ এটা সমাজ স্বীকৃত। পাশাপাশি নারীদের একাংশের মধ্যেও পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব লালিত হয়। যার কারণে সমাজ ও পরিবারের অধীনস্থ হয়ে থাকতেই অনেক নারীই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

মানবীয় সত্ত্বা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে নারী মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র নারীর প্রতি প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন করে তার স্বরূপ নিম্নে কিছুটা তুলে ধরা হলো ঃ

(১) পরিবার ঃ

নারীব প্রতি বৈষম্যের দিকটা তুলে ধরতে গেলে প্রথমেই পারিবারিক বৈষম্যের দিকটি দেখতে হয় কেননা বৈষম্যটি শুরু হয় পরিবার থেকে। বাইরে সামাজিক পরিসরে সে বৈষম্যটিই পত্র পল্লবে পুষ্পিত হয়ে উঠে।

পরিবারই শৈশবে নারীরও পুরুষ নামের দুটো ভিন্ন মনোজাগতিক কাঠামো তৈরী করে দেয়। আর বড় হয়ে অধিকাংশ মানুষ সেই মনোজাগতিক কাঠামোটি অনুসরন করে বা বলা উচিত তার মধ্যে বন্দি হয়ে থাকে। ছোট্ট বেলায় খেলার সামগ্রী হিসেবে মেয়ে বাচ্চার হাতে তুলে দেয়া হয় পুতুল, খেলনার হাড়ি পাতিল মনোজাগতিক দাসত্বের বন্ধন শুরু হয় এভাবেই। অধিকাংশ পরিবারেই মেয়ে বাচ্চা ছেলে বাচ্চার চাইতে সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত হয় বেশী। মেয়ে চলে যাবে

Dhaka University Institutional Repository

অন্যের বাড়ী, ছেলে নিজ বংশ ধরে রাখবে-এভাবে মানবতা বিরোধী পরিবার ব্যবস্থার মাধ্যমে নারী ও পুরুষ নামের পিতৃতান্ত্রিক প্রাণী সৃষ্টি করা হয় বিরামহীনভাবে।

(২) সামাজিক দিক দিয়ে ঃ

বৈষম্য যে শুধু সামাজিক কারণেই সৃষ্টি হয় তা নয় বরং ব্যক্তিগত হীনতার কারণেও সৃষ্টি হয়, যে হীনতাকে সামাজিকতার দোহাই দিয়ে বৈধ করাই প্রথা। হীনতর মানসিকতাটি যখন একটি প্রতিষ্ঠিত রীতি হয়ে যায় তখনই তা সামাজিক বৈষম্য হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে। নারী পুরুষের পার্থক্য ভিত্তিক সনাতন আদর্শের মূল্যবোধ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ধ্যানধারনা অধিকাংশ নারী অন্তরে দৃঢ়মূল হয়ে গ্রথিত। শৈশব থেকেই নারী মেনে নেয় বা মেনে নিতে বাধ্য হয় সমাজে তার পরজীবি অবস্থান।

(৩) বৈষম্য ঃ

পুরুষের অধিকার আছে যত্রতত্র বিচরনের। পুরুষ মানেই উপাজর্নক্ষম ব্যক্তি তাই শিশুকাল থেকেই শুরু হয় তার প্রতি পক্ষপাতিত্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির। একই শ্রমের জন্য নারী পায় পুরুষের অর্ধেক মজুরী। একই অপরাধের জন্য নারীকে মারা হয় দোররা, পাথর নিক্ষেপ এর মত নির্মম শাস্তি কিন্তু সেই অপরাধের জন্য পুরুষের কোন শাস্তি নেই।

(৪) নির্যাতন ঃ

দৈহিক মানসিক দুই ধরনের নির্যাতন নারীর উপর প্রয়োগ করা হয়। এটা ঘটে ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) অধীনস্ততা ঃ

আমাদের দেশের কালচার হচ্ছে নারী মানে কোন না কোন পুরুষের অধীনে থাকা। প্রথমে বাবা, তারপর স্বামী-ছেলে, এদের ইচ্ছে বা অনুমতি বই নারীর বাইরে বিচরণ নিষিদ্ধ। এই যে মনোজাগতিক দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধতা-এটা চলে আসছে যুগ যুগ ধরে আমাদের চিন্তা, চেতনা, সংস্কৃতি, আমাদের জিনের মধ্যে। নারী মুক্তি তখনই সম্ভব যখন আমরা এই মনোজাগতিক দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারব। এই শৃঙ্খলে আবদ্ধ শুধু নারী নয়, নারী পুরুষ উভয়েই।

(৬) সম্পত্তি ঃ

বাংলাদেশে মুসলিম পরিবারিক আইন ১৯৬১যা ধর্মীয় বিধানের উপর ভিত্তি করে রচিত।। অনুযায়ী মেয়েরা পৈতৃক সম্পত্তির যে অংশ পায় তা ছেলেদের অর্ধেক। একই পিতামাতার সন্তান হয়েও ছেলে মেয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে সুস্পষ্টভাবে। নারী পেতে পারে কন্যা হিসেবে পুত্র সন্তান এর অর্ধেক। স্ত্রী হিসেবে ১/৮ অংশ কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে মেয়েদের সম্পত্তি চাওয়াকে/পাওয়াকে ভাল নজরে দেখা হয় না বা প্রাপ্তিটাও সহজ উপায়ে হয় না অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

(৭) শোষনের ধারা ঃ

ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় যখন থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটে তখন থেকেই সমাজে নারীর অবস্থান পরিবর্তিত হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে নারীর উপর হাজার রকম নির্যাতনের ব্যবস্থা পুরুষ শাসিত সমাজে হাজার হাজার বছর ধরে অব্যাহত রাখে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সাথে সাথে শাসন ও শোষনের প্রয়োজনে যে নির্যাতন মানব সমাজে শুরু হয় নারী নির্যাতন তারই একটি

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষরূপ। মার্কসবাদীরা নারী-পুরুষের সম্পর্কের সাথে ক্রীতদাস ও দাসমালিক সম্পর্কের মিল খুঁজে পায়। এই উভয় সম্পর্কের মধ্যে আইনগত পাথর্ক্য যাই থাক, মর্মবস্তর দিক দিয়ে তাদের মধ্যেকার ঐক্য এক বাস্তব সত্য। দাস-মালিক সম্পর্কের মধ্যে যে অসমতা থেকেছে সেই অসমতার উপাদান নারী-পুরুষ সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অল্প বিস্তর বিদ্যমান।[৩]

(৮) বাস্তবতা ঃ

বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি দাড়িয়ে আজকাল অনেক দেশেই বিশেষ করে এশিয়া ভিত্তিক দেশগুলোতে যেমন ভারত এ নারী নির্যাতনের এক ভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয়। আলট্রাসনোগ্রাফির দ্বারা এখন শিশু জন্মের আগেই তার লিঙ্গের পরিচয় জানা সম্ভব। এভাবে শিশু কন্যা হিসেবে চিহ্নিত হলে গর্ভপাত ঘটানো হয় এবং পুত্র সন্তান হলে তাকে ধারন করা হয় [যদিও সেটা একটা শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ]]। ভারতে এ প্রবণতা বেশী লক্ষ্য যারা গেলেও অন্য অনেক দেশেও কন্যা সন্তান জন্মদান এভাবেই বন্ধ করা হয়। এই বাস্তবতা নারীর অসম অধিকার ও নারী নির্যাতনের একটি বিশেষরূপ।

(৯) কর্মক্ষেত্র ঃ

নারীর কর্মক্ষেত্রটা তিনটি ধাপে বিভক্ত করে সেখানে তাদের নির্যাতনের-শোষনের ধারা যদি বিশ্লেষণ করি তবে দেখা যায়- নিম্ন শ্রেণীর একই কাজের জন্য নারী পুরুষের মজুরী/বেতন তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। সরকারী কাজে কিংবা মধ্যবিত্ত/উচ্চ শ্রেণী যে কোন কাজে নিযুক্ত থাকে সেখানে খুব একটা বৈষম্যের সুযোগ থাকে না কেননা সেখানে সব কিছু নারী পুরুষ নির্বিশেষে বেতন ভাতা সহ

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য সুবিধা নির্ধারিত থাকে কিন্তু সেখানে অর্থ প্রাপ্তির দিক দিয়ে পার্থক্য পরিলক্ষিত না হলেও গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্তি এবং পদোন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট বৈষম্যমুলক আচরণ পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতিগতভাবেই মনে করা হয় নারী এসব কাজে অক্ষম। আসলে কর্মক্ষমতার দিক দিয়ে নারী পুরুষের মধ্যে এমন পার্থক্য নেই যার ফলে এটা সঙ্গতভাবে মনে করা যেতে পারে যে, যে কাজ পুরুষরা করতে পারে সেগুলো পারতে নারীরা অপরাগ। কোন কর্মক্ষেত্রকেই নারীর অপরাগতার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। শিক্ষকতা, হস্তশিল্প, নার্স, শিশু ও মহিলা সংক্রান্ত কাজের মধ্যেই নারীকে সীমাবদ্ধ রাখার মানসিকতা হচ্ছে নারী মুক্তির পথে আরেক বাধা।

(১০) আইন ঃ

আইন মানুষের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের সহায়ক কিন্তু আইন দিয়ে সব সমস্যার সমাধান হয় না যদি তার বাস্তব প্রয়োগ না থাকে বরং ব্যক্তির নিজস্ব উপলব্ধি সামাজিক নিয়ম কানুন এগুলো অনেকবেশী কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

বিবাহ এবং বিচ্ছেদজনিত আইনে নারীর অধিকার গৌণ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নারীর প্রাপ্তির সম্বন্ধীয় আইন ধর্ম-দেশ-কাল পাত্র নির্বিশেষে দ্বিতীয় মানের, নারীর স্বকীয়তা বিধানে কিংবা প্রবৃদ্ধির জন্য তেমন সুষ্ঠ আইন এখনো তৈরী হয়নি।

(১১) রাজনীতি ঃ

পার্টির ভিতর, স্থানীয় পর্যায়ে, জাতীয় পর্যায়ে নারী পুরুষের অবস্থানগত দিক বিবেচনা করলে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি মানেই পুরুষের বিচররণ ক্ষেত্র। যদিও বর্তমানে রাজনীতিতে নারীর পদচারণা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিছু নারী রাজনৈতিক অংগনে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু সেটা নিতান্তই নগণ্য।

নারী মুক্তির জন্য নারীদের লড়তে হবে সংগঠিতভাবে, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত হতে হবে নারীদের। বিচ্ছিন্ন কোন দাবী, বিচ্ছিন্ন কোন আন্দোলনই পূর্ণতা পেতে পারে না। আর এই সুসংগঠিতভাবে আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে নারী অর্জন করেছে ভোটাধিকার।

নারীদের ভোটাধিকার

382789

আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাজগতের শুরু ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু হলেও বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক পর্যন্ত সময় পার হয়ে যায় পৃথিবীর অধিকাংশ সময় নারীর মত প্রকাশকের অধিকার তথা ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে। এ শতকের দ্বিতীয় দশকে বহু আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর মতামতের মূল্য দেয়া হয়।

রাজনৈতিক অধিকার অর্জন বলতে নারীর ক্ষমতায়ন, রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ, ভোটাধিকার ইত্যাদি বুঝালেও ভোটাধিকারই হচ্ছে রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের প্রথম সোপান। কেননা রাজনীতি একটি মৌলিক ক্ষেত্র যেখান থেকে উৎসারিত হয় রাষ্ট্র পরিচালনার মুলনীতি। নারীর মতামত, সিদ্ধান্ত, কণ্ঠস্বর যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে না পৌছায় তবে কিভাবে নারী সমাজের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার দাবী করবে

মেরী উলস্টোনক্রাফট ইংল্যান্ডের বুদ্ধিজীবী মহলের স্বনামধন্য কন্যা, ১৭৯২ এ প্রকাশিত তার বই "Vindication of the

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

Rights of Women" বইতে ম্যারী প্রবল প্রতিবাদী কণ্ঠে বলেন, মানব অধিকার কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ বা কেবল পুরুষের জন্য হতে পারে না। যতদিন না নারীকে আপন চেতনালব্ধ যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে দেয়া হয়, যতদিন না তার [নারীর] বিচার ক্ষমতা গড়ে উঠে, ততদিন মানব সমাজের অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা রয়ে যাবে।[৪]

ভোটাধিকার আন্দোলনের ইতিহাস থেকে জানা যায় ১৮৩২ সালে বিলাতে নারীর ভোটাধিকার নিষিদ্ধ আইন প্রণীত হয়। নারীর বিরুদ্ধে প্রচার হতে থাকে নারীরা রাজনীতি বোঝেনা এবং ভোটের অধিকার পেলে তা সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারবেনা। নারীর এই অধিকারের ফলে সমাজের মূল বুনিয়াদ পরিবার ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠানটিই বিপন্ন হবে কিন্তু প্রতিরোধ সত্ত্বেও দেশে দেশে নারী সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়তে থাকে। নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন দানা বাধার সাথে জড়িত আছে শ্রমজীবি মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস, শ্রমজীবি মানুষের কোন ভোটের অধিকার ছিল না। তদ্রুপ নারীরও কোন ভোটের অধিকার ছিল না। শ্রমিক শ্রেণী সংঘবদ্ধভাবে পুঁজিপতিদের নির্বাচন না করে নিজেদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন করবে এই আশঙ্কায় সার্বজনীন ভোটাধিকারের দাবী মানতে চায় নি। একইভাবে নারীর উপর প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্যও তাদের ভোটাধিকার স্বীকৃত ছিল না।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার গোড়া থেকেই নারী ও ক্রীতদাসদের কোন নাগরিক অধিকার ছিল না। প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রে দার্শনিকরা নাগরিক বলতে কেবল পুরুষ জাতিকেই বুঝিয়েছেন আর বোধ করি সে কারণেই পুরুষ শ্রেণীর হাতেই সীমাবদ্ধ ছিল রাষ্ট্র পরিচালনার মুল চাবিকাঠি তথা ভোট দেয়ার অধিকার। আর নারীকে

Dhaka University Institutional Repository

এই দাসত্বের শৃংঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে ভোটের অধিকার অর্জন করতে সংগ্রাম করতে হয়েছে প্রায় দুশো বছর। এই সংগ্রামের পত্তন এবং আর সাফল্য অর্জনের কৃতিত্ব পাশ্চাত্য নারী সমাজ তথা ইংরেজী ও মার্কিন রমনীদের।

নারীবাদী লেখিকা মেরী ওলষ্টোনক্র্যাফট এর লিখনিতে নারী ভোটাধিকার আন্দোলন দানাদার হয়ে উঠে ১৭৯২ সালে আর সেই বিখ্যাত বইটির নাম দি ভিন্ডিকেশন অব দি রাইটস অব ওম্যান।

১৯০৩ সালে ইংরেজী মহিলা অ্যামেনিয়া প্যাংক হার্স্ট গঠন করেন উইমেন সোশাল এন্ড পলিটিক্যাল ইউনিয়ন এবং সেই সময় থেকেই মোটামুটি সংগঠিতভাবে ইংরেজ মহিলারা ভোটাধিকারের দাবী তোলেন। এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেফতার হয় প্যাংক হার্স্টের মেয়ে ক্রিস্টাবেল এবং জনৈক অ্যামিক্যানি। ভোটাধিকার আন্দোলনের অপরাধে নারীর কারারুদ্ধ হওয়ার এটাই প্রথম ঘটনা।

কোন প্রাপ্তিই সহজে হয় না, সব প্রাপ্তিরই পেছনে আছে ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংগ্রাম দাবী, আন্দোলন এর ইতিহাস, নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের আন্তর্জাতিক সংগঠনের সভানেত্রী মিসেস চ্যাপম্যান ক্যাটের [আমেরিকান] রিপোর্ট এ[১৯১৪] উল্লেখ রয়েছে যে, ৫২ বছর ধরে ভোটাধিকারের জন্য মেয়েরা একাধিকক্রমে সংগ্রাম চালিয়েছে, ৫৬বার প্রচার চালাতে হয়েছে পুরুষ ভোটারদের সমর্থন চেয়ে, ৪৮০ বার প্রচার চলেছে সংশোধনীর দাবীতে, ৪৭ বার প্রচার আন্দোলন হয়েছে রাষ্ট্রীয় সংবিধানের ভোটাধিকারের স্বীকৃতির দাবিতে, ১৯ বার এই দাবী মেয়েরা উঠিয়েছেন ১৯টি সম্মেলনে। [৫]

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নারী অর্জন করে ভোটাধিকার ১৯১৭ সালে। ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী এসকুইথ স্বীকার করে নেয় মেয়েদের ন্যায্য দাবী। ১৯১৮ সালে বিলাতে আইন পাশ করে ৩০ বৎসরের মেয়েদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হলো। ১৯২৮ সালে এই বয়স সীমা কমিয়ে ২১ বৎসর করা হলো।

আমেরিকায় মেয়েদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০ সালে। এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে যাদের নাম স্মরণ করতে হয় তারা হলেন ফ্রান্সিস রাইট, লুক্রেমিয়া মটো, এলিজাবেথ ফেডিস্ট্যান্টন, লুসিস্টোন, ক্যারিচ্যাপম্যানকেট প্রমুখ।

১৯২৮-এ ইংল্যান্ডে ১৯২০এ আমেরিকাতে ভোটাধিকারের স্বীকৃতি পেলেও আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাড়িয়েও আমরা দেখতে পাই মুসলিম রাষ্ট্র কুয়েত সহ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রভূক্ত অনেক রক্ষণশীল সমাজে নারীকে প্রকাশ্যে ভোট দান থেকে বিরত রাখা হয়, হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ১

দেশভিত্তিক মহিলাদের ভোটাধিকার অর্জনের সময়কাল

সাল	দেশের নাম
১৯০৬	ফিনল্যান্ড।(বলা বাহুল্য মেয়েদের ভোটাধিকার সবার আগে স্বীকৃতি লাভ করে ফিনল্যান্ডে)।
১৯১৭ সাল	সোভিয়েত ইউনিয়ন
১৯১৮ সাল	জার্মানী
১৯২৮ সাল	নিউজিল্যান্ড
১৯২০ সাল	আমেরিকা
১৯১৮ সাল	যুক্তরাজ্য
১৯৩৪ সাল	ব্রাজিল
১৯৩৫ সাল	ভারত
১৯৫৬ সাল	মিশর
১৯৭১ সাল	সুইটজারল্যান্ড
১৯৬০ সাল	কানাডা
১৯৭৪ সাল	সাইপ্রাস (জর্ডাণ)
১৯৭৬ সাল	পর্তুগাল
১৯৮০ সাল	ইরাক

উৎস ঃ মালেকা বেগম, নারী মুক্তি আন্দোলন ঢাকা- ১৯৮৯, বাংলা একাডেমী। পৃষ্ঠা- ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় প্রথম ভোটাধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেন বাঙ্গালী নারী সমাজ নামে একটি নারী সংগঠন। এ সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন কামিনী রায় [জন্ম ১৮৬৪]মৃণালিনী সেন [জন্ম ১৮৭৯]। ১৯২১ সাল বঙ্গীয় আইন সভায় আনীত নারীদের ভোটের অনুমোদন দানের প্রস্তাবটি নাকচ করলেও নারীরা পিছু হটেনি। তারা নিজেদের মতো করে এ আন্দোলন চালানোর ফলে ১৯২৩ সালে কলকাতার পৌর নির্বাচনে নারীদের ভোটাধিকার অর্জিত হয়। এ জয়লাভে অনুপ্রাণিত হয়ে কামিনী রায়, বেগম রোকেয়া এবং বেগম সুলতানা মুয়াজিজ জাদার নেতৃত্বে একটি বিশাল নারী প্রতিনিধি দল লর্ড লিটনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের প্রস্তাব জানায়। ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় আইন সভা নাকচকৃত প্রস্তাবটি অনুমোদন করে। ১৯২৬ সালে সর্ব প্রথম বাংলায় নারী এ অধিকার প্রয়োগ করে।

১৯৩৭ সালে ভোটাধিকার আরও বিস্তৃত হলেও সকল নাগরিকের ভোটদান স্বীকৃত হয়১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ১৯৪৯ সালে নতুন সংবিধান অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তানে এদেশের বাঙালি মেয়েরা ভোটাধিকার অর্জনের মধ্য দিয়ে নাগরিকত্ব লাভ করে।[৬]

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর ভোটাধিকার আলোচনা করার আগে দেখতে চাই সংবিধানে নারীর এ অধিকার কিভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

Article 10:

Steps shall be taken to ensure participation of woman in all spheres of national life.

Dhaka University Institutional Repository

Article 28(2):

Woman shall have equal rights with men in all spheres of the state and of public life.

Article 28(4)

Nothing in this article shall prevent the state from making special provision in favour of woman or children for the advancement of any backword section of citizens.

এ ছাড়াও সংবিধানের ২৭, ২৮(১), ২৮(৩), ২৯(১), ২৯(২), এবং ৬৫(৩) নং ধারা অনুযায়ী নারী পুরুষের মধ্যে কোন ধরনের বৈষম্য রাখা হয়নি। তারপরও দেখা যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদেশের নারীরা কত পরাধীন। এর একটি নমুনা হচ্ছে ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে। এ অধিকার শুধু মেয়েদের কেন মানুষ মাত্রই তার গণতান্ত্রিক অধিকার।

সংবিধান, দেশের প্রচলিত আইন অবশ্যই মানুষের দিক নিদের্শনার মাপকাঠি কিন্তু আইন দিয়ে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় এর জন্য প্রয়োজন ব্যক্তির নিজস্ব উপলব্ধি, চিন্তা শক্তির বিকাশ, চিন্তার স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি বাস্তবক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে এর সঠিক প্রয়োগ।

আমাদের দেশের অধিকাংশ নারীই ভোট প্রদান করে পুরুষের সম্মতির উপর ভিত্তি করে এবং কাকে ভোট দিবে সেটাও নির্ধারিত হয় বাড়ীর পুরুষ দ্বারা, রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণের একটি ইতিবাচক ধারা লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ মেয়ে ভোটাধিকারের সংখ্যা আগের তুলনায় বাড়লেও স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার [নারীর] নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ এবং ক্ষমতা তেমন বাড়েনি।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

(১) উর্মি রহমান অনুদিত [মূল ইভলিনরীড] নারী মুক্তি প্রশ্নে, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯৪। পৃষ্ঠা-৮৮।

(২) মফিজুল হক, নারী পুরুষ বৈষম্য, বিশ্লেষণ প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯৯। পৃষ্ঠা-৪।

(৩) বদরুদ্দীন উমর, "নারী প্রশ্ন প্রসঙ্গে" সংস্কৃতি, বিশেষ নারী সংখ্যা, ঢাকা ১৯৯৭ সম্পাদনা বদরুদ্দীন উমর। পৃষ্ঠা-১০৫।

(৪) শামীম আখতার, "নারী মুক্তি আন্দোলন চিন্তায় বিভ্রান্তি-একটি সামগ্রিক প্রেক্ষিত", প্রসঙ্গ নারী মুক্তি আন্দোলন। লিয়াকত আলী সম্পাদিত, ঢাকা ১৯৯১। পৃষ্ঠা-২২।

(৫) মালেকা বেগম, নারী মুক্তি আন্দোলন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫। পৃষ্ঠা-৪৭-৪৮।

(৬) শাহনাজ মুন্নি, হাবিবুর রহমান, নন্দিতা বড়ুয়া, "৮ই মার্চ ও নারীর অর্জন"। প্রকৃতি, নারী অধিকার মুখপত্র, সংখ্যা-৯, ঢাকা ১৯৯৯। পৃষ্ঠা-১৬-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

নারীর ক্ষমতায়ন

উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। রাজনীতি এবং উন্নয়ন এ দুটো একই সূত্রে গ্রথিত। একে অপরের সম্পূরক। উন্নয়নে নারীদের অংশ গ্রহন নিশ্চিত করতে হলে নারীদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহন প্রয়োজন। তবে একথাও মনে রাখতে হবে নারীর অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি আর ক্ষমতায়ন এক কথা নয়। তবে ক্ষমতায়নের জন্য অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি প্রথম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের পূর্ব শর্ত হলো সচেতনভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ, রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান ও ধারনা, রাজনীতি বিষয়ে আগ্রহ, উৎসাহ এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা অর্জন। মহিলাদের সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ একটি অগ্রাধিকার বিষয়।

জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিশ্চিত করার জন্য দরকার নারী ও পুরুষ উভয়ের অংশ গ্রহণ ও সঠিক প্রতিনিধিত্ব কারণ জনগণ অর্থাৎ নারী পুরুষ উভয়েই রাষ্ট্র পরিচালন প্রক্রিয়ার সমান অংশীদার। সংবিধানে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিসরে সম অধিকারের স্বীকৃতি পেয়েও নারীদের রাজনৈতিক অবস্থান প্রান্তিকে রয়ে গেছে।

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত নারীর প্রতি বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত সনদের (১৯৭৯) দ্বিতীয় খন্ডে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় সরকার রাজনৈতিক ও জনজীবনে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে নারী পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করবে, যেমন-

Dhaka University Institutional Repository

(ক) নারীদের সকল প্রকার নির্বাচনে ভোট প্রদান ও নির্বাচনের অংশ গ্রহণ করার অধিকার থাকবে।

(খ) রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ এবং সকল স্তরের সরকারী অফিসে কাজ করার সুযোগ থাকবে।

(গ) দেশের জনজীবনও রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বেসরকারী সংস্থা ও সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকার অধিকার নিশ্চিত করবেন।[১]

সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক সনদে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের অধিকার থাকলেও সনাতন সমাজ ব্যবস্থায় এর প্রতিফলন বাস্তবে ঘটেনি। রাজনীতিতে অংশ গ্রহন এবং রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের পর্যায়ে নারীদের প্রান্তিক অবস্থানের গুনগত বা পরিমানগত দিকে বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি। এই পরিবর্তন পরিলক্ষিত না হওয়ার পিছনে অনেক কারণ বিদ্যমান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে বাংলাদেশের মহিলারা ক্ষমতাহীন।

জন্মের পর থেকেই একটি মেয়ে বৈষম্যের শিকার হয়। পরিবার, ধর্ম [আযান দেওয়া, আকিকা], উত্তরাধিকার, আইন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি [বংশ রক্ষা] ইত্যাদি মেয়েদেরকে সর্বক্ষেত্রে নিম্নতর অবস্থানে রেখেছে। ক্ষমতার উৎস যেমন টাকা, সম্পত্তি, শিক্ষা, সামাজিক মর্যাদা-সর্বক্ষেত্রে মেয়েরা ক্ষমতাহীন। অনেক প্রচলিত নিয়ম, কুসংস্কার মহিলাদের ভুল পথে পরিচালিত করে। ফলে তারা ক্ষমতার বিভিন্ন উৎস আয়ত্ত্বাধীনে আনতে পারে না এবং ক্ষমতাহীন থেকে যান। বাংলাদেশের নারীদেরকে বিদ্যমান নির্যাতনমুলক কাঠামো ও

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিবাদী হতে হবে, ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী তার নিজ অবস্থান/আপেক্ষিক সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে সজাগ হবে, আপন শক্তিমত্তা অর্জনের জন্য সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নিজের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারবে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ধারনা সাম্প্রতিক। সমাজের বিভিন্ন ক্ষমতা ভিত্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশের ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান এবং তার কৌশলগত পদক্ষেপই হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের রাজনীতি।[১] এই প্রেক্ষাপটেই আমরা ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গে জাতীয় এবং তৃণমূল পর্যায়ের নারীর অংশ গ্রহণ বা প্রতিনিধি বিশ্লেষণ করব।

যেহেতু তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম তথা ইউনিয়ন পরিষদই রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রথম সোপান সেহেতু ইউনিয়ন পরিষদ এর নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভূমিকা ও কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামীণ স্থানীয় সরকার কাঠামোর সর্বনিম্ন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ।

১৮৭০সালে চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইন অনুসারে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২১ বছর পরেও [বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন সাধিত হওয়া সত্ত্বেও] স্থানীয় সরকারের উচ্চপদগুলি প্রধানতঃ পুরুষদেরই কতৃত্বাধীন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভোট প্রদান, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সম্পত্তিতে অধিকার এবং করদাতাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মহিলাদের এ সব না থাকার কারণে তারা ভোটে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। ১৯৫৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত মহিলাদের স্থানীয় সংস্থায় ভোটদানের অধিকার ছিল না। ১৯৫৬সালে প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

সার্বজনীন ভোটদানের পদ্ধতি চালু হওয়ার পর মহিলারা ভোট দান করতে সমর্থ হন।[৩]

ক্ষমতার বিন্যাস ইউনিয়ন পরিষদ তৃণমূল পর্যায়ে প্রথম পদক্ষেপ যেখান থেকে জন প্রতিনিধিত্ব শুরু হয়। লক্ষ্য করা গেছে যে, স্থানীয় সরকারের উচ্চ পদগুলোতে প্রধানতঃ পুরুষদেরই অধিপত্য রয়েছে। স্থানীয় সরকারের বিগত নির্বাচনগুলোতে মহিলা প্রার্থীদের অবস্থান নির্ণয় করলেই দেখা যাবে প্রার্থীদের অবস্থান কোথায় ছিল।

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যান ১৯৭৩ সালে ছিল মাত্র ১জন এবং ১৯৭৭ ও ১৯৮৪ সালে ৪ জন করে এবং ১৯৯২ সালে ১৩জন মহিলা নির্বাচিত হয়েছেন চেয়ারম্যান হিসেবে। অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে একই অবস্থা বিদ্যমান।[৪]

১৯৭৭, ১৯৮৪, ১৯৯৩ সালে পৌরসভার নির্বাচিন গুলোতে কোন মহিলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হননি। তবে ২/১ জন মহিলা কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিল। ১৯৯৪ সালে ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে কমিশনার হিসেবে ৬জন মহিলা প্রার্থী হিসেবে দাড়িয়েছিলেন কিন্তু তারা কেউ নির্বাচিত হননি। [৫]

ইউনিয়ন পরিষদের গত নির্বাচনে এই প্রথমবার সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন করে মোট ১২৮২৮ নারী জন প্রতিনিধিত্ব হয়েছেন।[৬]

নারীর ক্ষমতায়ন ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের এ পদক্ষেপ প্রশংসাযোগ্য। এতে স্থানীয় পর্যায়ে

Dhaka University Institutional Repository

নীতি নির্ধারনে নারীর অংশ গ্রহণ ও গণতন্ত্রের চর্চার ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। অবশ্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে এলেও আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার কারণে নারী সদস্যরা কর্মক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন বলে পত্রিকান্তরে যাচ্ছে। যেমন- পরিষদের অধিকাংশ চেয়ারম্যান হলেন পুরুষ। পুরুষ চেয়ারম্যান ও সদস্য নারীর অবস্থা ও অবস্থান বিষয়ে সনাতনী ধ্যান ধারনা অতিক্রম করতে পারছেন না। ফলে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ কোন কমিটিতে দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে না।[৭] তাদের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, নারী ও শিশু নির্যাতন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অথচ যেখান থেকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন পদে তাদের কাজ করতে দেয়া হচ্ছে না। নারীকে গন্ডিবদ্ধ করা হচ্ছে, যদিও তারাও জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, নারী পুরুষ সকলে মিলে তাদেরকে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করছে তবে কেন শুধু তাদেরকে নারী বিষয়ক বিষয়েই দায়িত্ব দেয়া হবে? তারাও নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য কাজ করার অধিকারী। এলাকার উন্নয়ন, অবকাঠামো, শিল্প, বিচার, আইন-শৃঙ্খলা এবং অবশ্যই নারী নির্যাতন রোধে কাজ করতে চান। ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটি গঠনের নিয়ম অনুযায়ী নারী সদস্যদের ১২টি কমিটির মধ্যে মাত্র ৬টি কমিটিতে অংশ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। ফলে বাকী কমিটির কার্য পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে তারা বঞ্চিত হবেন। সকল কমিটিতে সকল কাজে কোটা অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে নারী সদস্যদের অংশ গ্রহণ থাকা দরকার।

জাতীয় পর্যায়ে দেখা যায় যে, যারা রাজনীতিতে প্রবেশ করেছে তারা এলিট গ্রুপ বা সম্পদশালী পরিবার থেকে এসেছে। ইউনিয়ন পরিষদের তুলনায় জাতীয় পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক অঙ্গনে

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণযোগ্যতার সঠিক প্রবনতা ইতিবাচক ও লক্ষ্যণীয়। গত নির্বাচনে কোন কোন আসনে মহিলা প্রার্থী তাদের পুরুষ প্রতিদ্বন্দীর কাছে অত্যন্ত স্বল্প ভোটের ব্যবধানে হেরে গেছেন।

নারীর ক্ষমতায়ন আলোচনা শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ছাড়াও আরো দু/একটা বিষয় তুলে না ধরলে লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যায় বলে আমার ধারনা, যে দুটো দিক আমি এর সাথে যুক্ত করতে চাই তা হচ্ছে (ক) এনজিওদের কর্মকান্ডে শীর্ষ স্থানীয় কয়েকটি এনজিওতে মেয়েদের হার। (খ) সরকারী বেসরকারী অফিসে মেয়েদের অবস্থান।

এ দুটো দিক তুলে ধরার উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক দিক ছাড়াও সামাজিকভাবে পারিবারিকভাবে ক্ষমতায়নের উৎস হলো অর্থ। সামাজিকভাবে কিংবা পারিবারিকভাবে পুরুষ এর উপর নির্ভরশীলতার অন্যতম কারণই হলো আথিক দিক দিয়ে পরনির্ভরশীলতা। বাংলাদেশের এনজিওদের তৃণমূল পর্যায়ের আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়ে সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। ইদানিংকাল এর সঙ্গে ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গটি যুক্ত হয়েছে এবং একটা মিশ্র আকার ধারণ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -২

দশটি শীর্ষস্থানীয় এনজিওতে কর্মরত মহিলা স্টাফদের শতকরা হার ঃ

ব্রাক	১৪
নিজেরা করি	৩৩(প্রধান নির্বাহী নারী)
কারিতাস	২৪
আরডিআরএস	৩২
আশা	১৪
প্রশিকা (এমইউকে)	১৮
আহসানিয়া মিশন	৮৩
জাগরণী চক্র	৩০
ভি ই আর সি	৮৯
টি এম এসএসস	৮৫(প্রধান নির্বাহী নারী)
সপ্তগ্রাম	৮৩ (প্রধান নির্বাহী নারী)
জিকে	৭০

সূত্র ঃ এ্যাডাব ডাইরেকটরি, ১৯৯৫ এবং বিভিন্ন এনজিও রিপোর্ট। বাংলাদেশ অভিন্নলক্ষ্যের অন্বেষণে সরকার এবং উন্নয়নমুখী এনজিও গুলোর মধ্যে সম্পর্ক পুর্ণবিন্যাস। ঢাকা, এ্যাডাব-পৃষ্ঠা ৩৭

১৯৯৫ সালে এ্যাডাবে নিবন্ধনকৃত মাত্র ১৪% এনজিওর প্রধান ছিলেন নারী। কেবল এসব নারী প্রধান এনজিওতেই স্টাফ পদে নারীর প্রাধান্য রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -৩

সরকারী ও আধা সরকারী অফিসে মেয়েদের অবস্থান।

পদ	পুরুষ	মহিলা
১। সরকারী ও আধা সরকারী মোট চাকুরীজীবি	৮৭২৩৮৭	৭৪৭২০
২। সচিবালয় অফিস ও কর্মচারী	১২২৩০	৬৭৮
৩। দপ্তর ও অধিদপ্তর	৫৮৫৩৪১	৬০৫১৭
৪। কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনার	৩৫৮৩২	১০৫৫
৫। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কর্পোরেশন	২৭৯৩৬৫	১৩৪৪৫
৬।মন্ত্রণালয় ও বিভাগে		
১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	১৭১৮	১৫৪
২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	৩৩	৭
৩য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	৩৭৯৮	৩৩১
৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা	৭৬৮	১৮৬
৭। সরকারী দপ্তর ও অধিদপ্তর		
১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	২৬৮৪৬ জন	২৯৪৮জন
২য় শ্রেণীর কর্মকতা	৯৩৮৭	৯৯৮ জন
৩য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	৩১৯৬২০	৪৭৬৩৩ জন
৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা	১৯৩৬৫৬	৮৯১৮ জন

Dhaka University Institutional Repository

৮। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় ঃ

পদ	পুরুষ	মহিলা
১ম শ্রেণীর কর্মকর্তার সংখ্যা	৪০,২৮৬	১৮৮৮৬ জন
২য় শ্রেণীর কর্মকর্তার সংখ্যা	২৪,২৮৬	১০২৩ জন
৩য় শ্রেণীর কর্মকর্তার সংখ্যা	১২০২৯৩	৪১৪ জন
৪র্থ শ্রেণীর কর্মকর্তার সংখ্যা	৯৪,৫৭৩	৫৬৯ জন

উৎস ঃ বেবী মওদুদ, বাংলাদেশের নারী, ঢাকা আগামী প্রকাশনী।পৃষ্ঠা-৫১।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর প্রতিনিধিত্বের চিত্র তুলে ধরার আগে বিশ্বব্যাপী রাজনীতিতে নারীর অবস্থানের কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনা করব।

বিশ্বব্যাপী রাজনীতিতে নারী

নারীর অধিকার রক্ষায় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ বর্তমান বিশ্বের একটি স্বীকৃত বিষয় কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে রাজনীতির দৃশ্যপট বড়ই হতাশাব্যাঞ্জক। নারীর রাজনীতির ক্ষমতায়নে তাদের ফলপ্রসূ প্রয়োগের এবং নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিস্তর বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। যদিও বিশ্বের শতকরা ৯৯.৫ নারী আইনতঃ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের অধিকার ভোগ করে থাকেন কিন্তু রাজনীতিতে তাদের অংশ গ্রহণ অধিকাংশ দেশেই অতি নিম্নে।

১৯৮৮ সনে প্রকাশিত একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বের মোট ১৪৫টি রাষ্ট্রের [যেখানে আইন সভা চালু ছিল] আইন পরিষদের [এক কথা বিশিষ্ট এবং নিম্ন কক্ষের] মোট ৩১.১৫৪

Dhaka University Institutional Repository

আসনের মধ্যে মাত্র শতকরা ১৫টি আসন নারী অধিকার করেছিলেন বলে প্রাককলন করা হয়। [৮]

বর্তমান ব্যাপক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এ উপলব্ধি দ্রুত গড়ে উঠেছে যে, রাজনীতিতে অংশ গ্রহণই এবং নারীর ক্ষমতায়নই সকল ক্ষেত্রে সমতা অর্জনের মূল উপাদান। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ নারীদের অধিকার প্রসঙ্গে এক ঘোষণা পত্রে বলেছিল যে, নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত সকল সংস্থায় পুরুষের সমান পর্যায়ে নারীর ভোটদান ও নির্বাচনের অধিকার, সরকারী যে কোন দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকবে। [৯]

বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে, নারীর অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে জাতিসংঘের বিগত তিনটি নারী বিষয়ক সম্মেলনের (মেক্সিকো সম্মেলন- ১৯৭৫, কোপেনহেগেন সম্মেলন- ১৯৮০, নাইরোবী সম্মেলন- ১৯৮৫) মধ্য দিয়ে নারীর রাজনৈতিক অংশ গ্রহণের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হস্তক্ষেপ সমূহের একটি ছিল আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে ১৯৭৫ হতে ১৯৮৫কে জাতি সংঘ নারী দশক ঘোষণা। জাতিসংঘের ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চীনের রাজধানী বেইজিং এ অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন। এই সম্মেলনে বাংলাদেশ সহ ১৮৭টি দেশ অংশ গ্রহণ করে। উক্ত সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি অর্জনের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশীদারিত্ব ও ক্ষমতা লাভের সুযোগ সহ সমতার ভিত্তিতে সমাজের সার্বিক কর্মকান্ডে নারীর অংশ গ্রহণ অপরিহার্য, নারীর অধিকার, মানবাধিকার ইত্যাদি ঘোষণা ছিল বেইজিং ঘোষণার অর্ন্তভুক্ত।

বিশ্বব্যাপী নারী অধিকার সকল ক্ষেত্রে নারীর সমতা, অগ্রগতি ও ক্ষমতায়ন সুদৃঢ় করনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্মেলনে গ্রহণ করা হয় বিভিন্ন কর্মসূচী, কর্ম পরিকল্পনা কিন্তু তার পরেও বলা চলে রাজনৈতিকক্ষেত্র সহ অন্যান্য প্রেক্ষাপটে নারীর অবস্থানের বৈপ্লবিক কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি। বিগত দশকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান গত কিছুটা উন্নতি হয়েছে বটে তবে সে অগ্রগতি এখনো অসম, নারী-পুরুষ বৈষম্য এবং গুরুতর প্রতিবন্ধকতা এখনো বিদ্যমান-যার ফলাফল সকলের জন্যই সংকটজনক।

বিশ্বব্যাপী কতজন মহিলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এবং তাদের রাজনীতিতে আসার প্রেক্ষাপট কিছুটা আলোকপাত করার চেষ্টা করব। বিশ্বের ইতিহাসে (মে ১৯৯১ পর্যন্ত) মাত্র ১৮ জন নারী রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন বা আছে।[১০] যেখানে বিশ্বের জন সংখ্যার অর্ধেকই হচ্ছে নারী। ১৯৯০ সনে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মন্ত্রী পরিষদ সমূহের মধ্যে মাত্র শতকরা ৩.৫ জন ছিলেন মহিলা মন্ত্রী।৯৩টি দেশে কোন মহিলা মন্ত্রীই ছিলেন না। অধিকাংশ মহিলা মন্ত্রীই সফট বা নরম অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীন বিষয় হিসেবে বিবেচিত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত হয়ে থাকেন।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের যে সমস্ত মহিলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন বা আছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের এবং ৪টি রাষ্ট্রই দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত। এখানে লক্ষণীয় যে তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে নারীর প্রতিষ্ঠা নজরে পড়ার মত। উন্নত বিশ্বের রাজনীতিতে নারী এখানো পিছিয়ে আছে। পেশায়, প্রশাসনে কিংবা সৃজন প্রতিভায় উন্নত বিশ্বের নারীর যে সাফল্য দেখা যায় তার তুলনায় রাজনীতিতে পাশ্চাৎ নারীর ভূমিকা বা অবস্থান হতাশাজনক। অবশ্য উন্নয়নশীল দেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারীর অবস্থান প্রায়শই উত্তরাধিকার সূত্রে, নৈতিক নিষ্ঠার দাবিতে নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা কদাচিৎ বা নেই বললেই চলে।

শ্রীলংকার Srimavo Bandaranaike বিশ্বের প্রথম সরকার প্রধান, রাজনীতিতে তার আগমন স্বামী Solomon Dias Bandaranaike এর মৃত্যুর পর। Solomon Dias Bandaranaike ছিলেন Sri Lanka-র প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী (১৯৫৬-১৯৫৯)। পূর্বে Srimavo Bandaranaike কের কোন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না।

বাবা-মার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং যার স্বামী ছিলেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সেই Chandrika Bandaranaike Kumaratunga শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন ১৯৯৪ সালে।

Benazir Bhutto ১৯৮৮ সনে, ১৯৯৩ সনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতির ধারা অনুযায়ী বেনজীর ভুট্টোর রাজনীতিতে আগমন বাবা জুলফিকার আলী ভুটোর পথ ধরে।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর কন্যা Indira Gandhi ১৯৬৬-১৯৭৭, ১৯৮০-৮৪ পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এক্ষেত্রে পিতার ইমেজ কাজ করলেও ইন্দিরা গান্ধীর নিজের ছিলো রাজনৈতিক ব্যক্তি সত্ত্বা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবার আগেই তার রাজনৈতিক পরিপক্কতার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫০এ তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৫৯-৬০ এ ছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি। তার রাজনীতিতে আগমণ পিতার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পিতার শাসনামলে পিতার উপদেষ্টা হিসেবে কর্মর ছিলেন।

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব Benigno S. Aquino ১৯৮৩ সালে আততায়ীর হাতে নিহত হবার পর তার স্ত্রী Corazon Aquino পার্টি প্রধান হিসেবে স্থলাভিসিক্ত হন। ১৯৮৬তে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপক কারচুপির অভিযোগে কোরাজনের নেতৃত্বে যে অহিংস আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা বিশ্বে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ফলশ্রুতিতে মার্কোস ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে কোরাজন ৫বৎসর ফিলিপাইনের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

Aung Sun Suukyi বার্মার অবিসংবাদিত নেত্রী। বার্মায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে তিনি শত বাধাবিপত্তি শর্তে ও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৯১ এর সাধারণ নির্বাচনে পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেন কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক শাসক তাকে গৃহবন্দী রাখেন ৬ বৎসর। সুকীর পিতা ছিলেন বার্মার স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা Aung Sun.

স্বতস্ফূর্তভাবে নিজস্ব ব্যক্তি সত্তার তাগিদে Golda Meir রাজনীতিতে আগমন। ১৯৪৯-১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পদাধিকার বলে তিনি ইসরাইলের শ্রমমন্ত্রী, ১৬৫৬-১৯৬৯ সাল পর্যন্ত লেবার পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল এবং ১৯৬৯-১৯৭৪ পর্যন্ত ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

Peron Isabelita ১৯৭৪ সালে তার স্বামী জুয়ান ডোমিংগো পেরনের [আর্জেন্টিনার প্রেডিডেন্ট] মৃত্যুর পর আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি হিসেবে স্বামীর স্থলাভিসিক্ত হন।

আয়রণ লেভী নামে খ্যাত Margaret Hilda Thatcher নিজস্ব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের গুনে বৃটেনের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৭৯ সালে নির্বাচনে তার নেতৃত্বে কনজারভেটিভ পার্টি পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে সুদীর্ঘ ১১ বৎসর।

১৯৯০ সালে তুরস্কের প্রধান মন্ত্রী Suleyman Demirel এর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসাবে Tansu Cillerএর রাজনীতিতে সক্রিয় হন। তিনি ১৯৯০ সালেই তুরস্কের Centre-right True Path পার্টির সদস্য হন এবং ৯১ সালে ডেমিরিল সরকারে যোগদেন। ১৯৯৩

Dhaka University Institutional Repository

সালের নির্বাচনের পর এই পার্টি কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। টেনসুসিলার হন প্রধানমন্ত্রী এবং ডেমিরিল হন রাষ্ট্রপতি।

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এবং বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা দুজনই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন উত্তরাধিকার সূত্রে। প্রথমজন স্বামীর পদের স্থলাভিসিক্ত হন যার পূর্বে কোন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাই ছিল না। দ্বিতীয় জন অর্থাৎ শেখ হাসিনা স্থলাভিসিক্ত হন পিতার ইমেজে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানের মৃত্যুর পর কন্যা শেখ হাসিনা পার্টির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ছোটকাল থেকেই রাজনৈতিক পরিমন্ডলে বেড়ে উঠা শেখ হাসিনা পরবর্তীতে ইডেন কলেজে, ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ে সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন।

উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতিতে যে ধারা পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ পরিস্থিতির কারণে, সময়ের দাবীতে কিংবা পারিবারিক রাজনৈতিক ঐক্যের সূত্র ধরে রাজনীতির সঙ্গে নারীর যোগসূত্র সে রকম কোন ধারা উন্নত বিশ্বে দেখা যায় না। উন্নত বিশ্বে রাজনীতিতে নারী আসে গণতান্ত্রিক মত ও পথের প্রতি আস্থা রেখে, নিজস্ব রাজনৈতিক মূল্যবোধ থেকে।

বিশ্বের রাজনীতির ধারা পরিবর্তন হচ্ছে। জনগণ আজ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। গণতান্ত্রিক ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত হতে হবে পুরুষের পথ অনুসরণ করে নয়, নিজস্ব রাজনৈতিক ব্যক্তিসত্তার গুনে নারীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া স্থান করে নিতে হবে। নারী ও রাজনীতি আলাদা বা পরস্পর বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের সর্বক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষের সম অংশ গ্রহণ, সম অধিকার, সমদায়িত্ব ও সমসুযোগের নিশ্চয়তা বিধান করে কর্মক্ষেত্রে বিশ্বের সকল নারীর কাছে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া জোরদার করতে হবে।[১২]

তার জন্য প্রয়োজন রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণ এবং ক্ষমতায়ন। কেননা সংবিধানে নারীর সম অধিকারের স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও সর্বস্তরে বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণীতে নারীর অংশ গ্রহণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

১। ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রেক্ষিত রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। কর্মশালা প্রতিবেদন, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৯৫। পৃষ্ঠা-৭।

২। মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, সুরাইয়া বেগম, "রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলনঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ"। নারী-প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি। সমাজ নিরীক্ষা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭। পৃষ্ঠা- ১৮২।

৩। সৈয়দা রওশন কাদির, "স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ প্রক্রিয়াঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা"। নারী ও রাজনীতি উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৯৪। পৃষ্ঠা- ১।

৪। সংরক্ষিত আসন, সরাসরি নির্বাচন। সম্পাদনা- ফরিদা আখতার, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯৯। পৃষ্ঠা-৬৩।

৫। সৈয়দা রওশন কাদির, "পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনে মহিলা কমিশনারদের ভূমিকা", ক্ষমতায়ন, (ঢাকা, উইমেন ফর উইমেন, সংখ্যা- ১, ১৯৯৬)।

৬। সংরক্ষিত আসন, সরাসরি নির্বাচন। পূর্বোল্লিখিত। পৃষ্ঠা-৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

৭। সীনা আক্তার, "ইউনিয়ন পরিষদ ও নারী প্রতিনিধিদের দায়িত্ব", দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ আগষ্ট, ঢাকা ১৯৯৮।

৮। ডঃ নাজমা চৌধুরী "রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহন ঃ প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা", নারী ও রাজনীতি, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৯৪। পৃষ্ঠা-২২।

৯। মালেকা বেগম, "নারীর সম অধিকারের প্রশ্নে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ"। সমাজ নিরীক্ষণ/২২। সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃষ্ঠা-৮৬।

১০। ডঃ নাজমা চৌধুরী, নারী ও রাজনীতি, পূর্বোল্লোখিত। পৃষ্ঠা ২৩।

১১। ডঃ নাজমা চোধুরী, নারী ও রাজনীতি, পূর্বোল্লিখিত। পৃষ্ঠা-২৩।

১২। মালেকা বেগম অনুদিত, চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা।[৪] রাজকীয় ডেনমার্ক দুতাবাস। ১৯৯৭। পৃষ্ঠা- ১৫২

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা

নারীর অধিকার রক্ষায় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ এবং ক্ষমতায়ন বর্তমানে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। জাতীয় জীবনে রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ, রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন সাধন এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে যদি নারী দূরে থাকে তবে কাংখিত উন্নয়ন কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কেননা জনগণ অর্থাৎ নারী এবং পুরুষ উভয়েই রাষ্ট্র পরিচালনায় সমান অংশীদার। তবে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জিত হলেই নারীর সামাজিক, অর্থনেতিক তথা আইনগত মুক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।[১]

রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই নারী প্রকৃত অর্থে সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে নিজের অবস্থানকে সুসংহত ও দৃঢ়করণে সক্ষম হবে, যা নারী উন্নয়নের পূর্ব শর্ত।[২]

নারীর অবস্থা উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন কোন বিচ্ছিন্ন দাবি নয়, একটি দেশের অগ্রগতিতে নারীর রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখা অপরিহার্য কেননা আন্দোলন থেকেই অর্জিত হয় অনেক অধিকার। কিন্তু বিশ্ব নারী আন্দোলনের সেই গতির মাঝে বাংলাদেশের নারীর অবস্থান, ভূমিকা আজও রয়ে গেছে প্রশ্ন সাপেক্ষ। শুধু সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে অধিকার ঘোষণা নয়, অধিকার অর্জনের প্রত্যক্ষ সংগ্রামে দরকার সর্বস্তরের বাঙ্গালী নারীর ব্যাপকভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ। [৩]

রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণ কম এটা ব্যাপক গণমানুষের পর্যায়ে যেমন সত্যি তেমনি কাঠামোগত রাজনীতির ক্ষেত্রেও সত্যি। সাধারণ মানুষের পর্যায়ে এই অংশ গ্রহণের মাত্রা

Dhaka University Institutional Repository

যাচাই করার জন্য আমি নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার থানার অর্ন্তগত হাটখোলা গ্রামের ৪০জন মহিলার মধ্যে জরিপ চালাই। গ্রামটির জনসংখ্যা ৭০০, ভোটার সংখ্যা ৩৩০। এর মধ্যে নারী ভোটারের সংখ্যা ১২২জন। জরিপের ফলাফল সারণী ৪ এ তুলে ধরা হলোঃ

সারণী- ৪

রাজনৈতিক কর্মকান্ডে গ্রামীণ মহিলাদের অংশ গ্রহণের মাত্রা

রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ধরণ	কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করেছেন	কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করেন নি	অংশ গ্রহণ কারীদের শতকরা হার
১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের দুটি জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন।	৩২	৮	৮০%
১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন।	৩৮	২	৯৫%
জাতীয় কিংবা স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনে বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে প্রচার কার্যে অংশ নিয়েছেন ।	০	৪০	০%
জাতীয় কিংবা স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে পরিবারের অন্যদের সংগে আলাপ করেন।	৭	৩৩	১৭.৫%
রাজনৈতিক দলের সদস্য হয়েছেন	০	৪০	০%

উৎস ঃ গবেষক কর্তৃক জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত

সারণী ৪ দেখাচ্ছে যে জাতীয় নির্বাচন সমূহে ৪০ জন মহিলাদের মধ্যে ভোট দিয়েছেন এরকম মহিলার সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

প্রচার কার্যে ৪০ জনের মধ্যে কেউ অংশ নেয় নি এবং এদের কেউ কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নন। অন্যদিকে জাতীয় কিংবা স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে শতকরা ১৭.৫% মহিলা অন্যদের সংগে আলাপ করেন বাকী ৮২.৫% মহিলা এসব বিষয়ে কারোও সাথে আলাপ করেন না।

রাজনীতিতে অংশ গ্রহণটাই মূল বিষয় নয় বরং রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে সর্বক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখা অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের নারী কতটা সক্রিয়, কতটা প্রতিনিধিত্বের অধিকারী, সেটাই বিবেচ্য বিষয়। এই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবাহী বিষয়বস্তুকে ব্যাপক বিস্তৃতিতে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই যা প্রয়োজন তা হলো এ সংক্রান্ত বিষয়ে যথাযথ পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংকলন ও তার উপস্থাপন।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সরকারী ও বিরোধী দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন দুজন নারী যা অন্য কোন উন্নত বিশ্বেও দেখা যায় না কিন্তু নেতৃত্বের এই দুজনের অবস্থান ছাড়া স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় সর্বক্ষেত্রে কাঠামোগত রাজনীতিতে নারীর অবস্থান মোটেও উল্লেখযোগ্য নয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বক্ষেত্রে বিরাজ করছে প্রায় নারী শূণ্যতা। অবশ্যই এই নারী শূণ্যতা শুধুমাত্র বাংলাদেশেই নয় সমগ্র বিশ্বে নারীর অবস্থান হতাশাব্যঞ্জক। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মহিলা সংসদের গড় শতকরা হার ১১.৪ ভাগ। [৪]

ইউরোপের দেশসমূহে মহিলা সাংসদের হার তুলনামূলকভাবে বেশী। প্রায় ৩৬%।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -৫
এশিয়ার কয়েকটি দেশে পার্লামেন্টে নারীর অবস্থা

দেশের নাম	মোট আসন সংখ্যা	মহিলা সাংসদ [জন]	শতকরা হার
বাংলাদেশ	৩৩০	৩৭	১১.২
ভারত [নিম্নকক্ষ]	৫৪৩	৩৯	৭.০০
মালয়েশিয়া	১৯২	১৫	৭.৮
পাকিস্তান	২১৭	৬	২.৮
সিঙ্গাপুর	৮৭	৩	৩.৪
শ্রীলংকা	২২৫	১১	৩.৮

সূত্র ঃ

সারা বিশ্বে সংসদে নারীর অবস্থা, সংরক্ষিত আসন সরাসরি নির্বাচন; জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান সমূহে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন প্রসঙ্গে।

সম্পাদনা ঃ -ফরিদা আখতার।

প্রকাশক ঃ- নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা।

সময়কাল ঃ- ফেব্রুয়ারী-১৯৯৯

জনগণ দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান। জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ট দলের নেতা নির্বাচিত সংসদ সদস্য সমন্বয়ে সরকার গঠন করেন। সুতরাং নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহন পর্যায়ে ক্ষমতায়নের নির্দেশক হলো জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রী সভায় উপস্থিতি যা নারীর রাজনৈতিক ও জন প্রতিনিধিত্বশীল অস্তিত্বের মাপকাঠি। [illegible] দুটি স্যারনীতে মহিলা প্রার্থীদের

Dhaka University Institutional Repository

মনোনয়নের হার এবং পার্টির ষ্ট্যান্ডিং কমিটিতে তাদের অবস্থানের হার তুলে ধরা হলো ঃ

সারণী-৬

দলভিত্তিক ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মহিলা প্রার্থীদের মনোনয়নের হার।

দল	মোট মনোয়নয়ন সংখ্যা	মহিলা মনোনয়ন সংখ্যা	মহিলা মনোয়নের শতকরা হার
আওয়ামীলীগ	৩০০	৪	১.৩৩
বিএনপি	৩০০	৩	১
জাতীয় পার্টি	৩০০	৩	১
জামায়াতে ইসলামী	৩০০	০	০
গণফোরাম	১৬৪	৭	৪.২৬
বামফ্রন্ট	১৭১	৪	২.৩৩
ন্যাপ মোজাফফর	১২৮	৩	২.৩৪

সূত্র ঃ সংরক্ষিত আসন, সরাসরি নির্বাচনপূর্বোল্লিখিত, পৃষ্ঠা- ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -৭

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর স্থায়ী ও নির্বাহী কমিটিতে মহিলা সদস্যদের সংখ্যা ঃ

রাজনৈতিক দল	রাজনৈতিক দলের কমিটি সমূহ	মোট সদস্য	মহিলা সদস্য
বিএনপি	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	১৫	১
	জাতীয় কার্য নির্বাহী কমিটি	৭৫	১১
আওয়ামীলীগ	প্রেসিডিয়াম ও সেক্রেটারিয়েট	১৩	৩
	কার্য নির্বাহী কমিটি	৬৫	৬
জাতীয় পার্টি	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	৩০	১
	জাতীয় কার্য নির্বাহী কমিটি	১৫১	৪
জামাতে ইসলাম	মজলিস-ই-শূরা	১৪১	-
	কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহী কমিটি। মজলিস-ই-আমেলা	২৪	-

সূত্র ঃ নারী ও উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, ঢাকা- ১৯৯৫ উইমেন ফর উইমেন পৃষ্ঠা- ১৩৬

প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের প্রধান মহিলা হওয়া সত্ত্বেও তাদেরই কেন্দ্রীয় কমিটিতে মহিলাদের অন্তর্ভূক্তির হার একেবারেই নগণ্য। তদুপরি যে কজনই আছেন দলের গুরুত্বপূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে থাকে পুরুষ সদস্যদেরই প্রাধান্য। নির্বাচননে প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে কোন দলই মহিলা প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনে অনিশ্চয়তায় থাকতে চান না। যে সমস্ত মহিলা প্রার্থীরা মনোনয়ন পেয়ে থাকেন তাদের নিজ ইমেজের পশ্চাতে থাকে স্বামী/পিতার ইমেজ যা প্রধান দুই নেত্রীর বেলায়ও প্রযোজ্য। প্রতিটি পার্টির মূলনীতিতে মহিলাদের উন্নয়নের ব্যাপারে, মহিলাদের রাজনীতিতে উৎসাহিত করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোন নীতি নেই। প্রতিটি পার্টিতে নির্বাচনে সাধারণ আসনে মনোনয়ন দানের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০% মহিলা প্রার্থী মনোনয়ন দানের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

জাতীয় সংসদ

সংবিধানের উৎস থেকেই বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের উৎপত্তি। ১৯৭২ সালের ১৬ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশ সংবিধান বলবৎ হয়, যার পঞ্চমভাগে আইন সভার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫-৯৩ অংশটি সংসদ সম্পর্কিত।

৬৫/(২)-এ উল্লেখ আছে একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা সমূহ হতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিনশত সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার কার্যকরতা কালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে; সদস্যগণ সংসদ সদস্য বলিয়া অভিহিত হইবে;

Dhaka University Institutional Repository

৬৫/(৩) এই সংবিধানের প্রবর্তন হইতে দশ বছর কাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাঙ্গিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ১৫টি আসন কেবল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন; তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবেনা। সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদ ১০ বছরের পরিবর্তে ১৫ বছর এবং ১৫টি আসনের পরিবর্তে ৩০টি আসন করা হয়।

৩৩০ সদস্য বিশিষ্ট এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ গঠিত। যা জাতীয় কর্মকান্ডের কেন্দ্র বিন্দু। এই জাতীয় সংসদ এ বিভিন্ন সময়ে মহিলাদের অবস্থান [৩০০টি সাধারন আসনে] এর পরিসংখ্যানগত দিকটি কয়েকটি সারণীতে তুলে ধরছি-

সারণী-৮

১৯৭৯-১৯৯৬ পর্যন্ত সাধারণ নির্বাচনে মহিলাদের অংশ গ্রহণের বৃদ্ধির হার।

নির্বাচনের বছর	মোট প্রার্থী	নারী প্রার্থী	অর্জিত আসন
১৯৭৯	২১১৫	১৭	০২
১৯৮৬	১৪২৯	২০	০৩
১৯৮৮	৯৭৮	০৭	০৪
১৯৯১	২৭৭৪	৪৭	০৮
১৯৯৬	২৫৭৪	৩৬	১১

উৎস ঃ গবেষক কর্তৃক বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন থেকে সংগৃহীত ১৯৯৯।

উপরের সারণী দেখাচ্ছে যে, ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মোট প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২১১৫, যাদের মধ্যে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ১৭। এই ১৭ জনের মধ্যে বিজয়ী মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা মাত্র ২জন।

অন্যদিকে ১৯৯৬ সালের মোট প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৫৭৪ জন, যাদের মধ্যে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ৩৬ জন। আবার এই ৩৬ জনের মধ্যে বিজয়ী হয়েছেন ১১ জন।

সুতরাং আমরা দেখছি উল্লেখিত সময় কালে একদিকে নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ বেড়েছে, অন্যদিকে শতকরা হারে বিজয়ীদের সংখ্যাও বেড়েছে। ১৯৭৯ সালে মোট প্রার্থীদের মধ্যে শতকরা হারে

Dhaka University Institutional Repository

মহিলাদের সংখ্যা যেখানে .৮০ সেখানে ১৯৯৬ সালে এই হার ১.৩৯% আবার মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে শতকরা হারে ১৯৭৯ সালে নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন ১১.৭৬% কিন্তু ১৯৯৬ সালে এই বৃদ্ধির হার বেড়ে দাড়িয়েছে ৩০.৫৫%।

সারণী-৯

সাধারণ আসনে মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা ও শতকরা হার।

বছর	মহিলা প্রার্থীর শতকরা হার	সরাসরি ভোটে মহিলা জয়লাভ করেছেন	উপ-নির্বাচনে মহিলা জয়লাভ	মোট মহিলা জয়লাভকারীর সংখ্যা	সংরক্ষিত আসন সংখ্যা	জাতীয় সংসদে মহিলা আসনের শতকরা হার
১৯৭৩	০.৩	০	০	০	১৫	৪.৮
১৯৭৯	০.৯	০	২	২	৩০	৯.৭
১৯৮৬	০.৩	৫	২	৭	৩০	১০.৬
১৯৮৮	০.৭	৪	০	৪	-	-
১৯৯১	১.৫	৮	১	৫	৩০	১০.৬
১৯৯৬	১.৩৬	১১	২	৭	৩০	১১.২১

উৎসঃ নারী বার্তা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬, উইমেন ফর উইমেন।

১৯৭৩ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত জাতীয় নির্বাচন গুলোর ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে তুলনামূলকভাবে বেশী পরিলক্ষিত হয় যদিও জয়লাভকারীর সংখ্যা সে অনুপাতে কম। রাজনীতির সাথে নারীর এই সম্পৃক্ততা নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক দিক। তবে ৩০০ আসনের সাথে তুলনামূলক বিচারে এখানো তা সামান্য।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ১০

১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জাতীয় সংসদে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা

আসন	পার্টি	বিজয়ী প্রার্থীর নাম	মন্তব্য
৮ দিনাজপুর-৩	বি,এন,পি	খুরশিদ জাহান খান	১টি আসনে প্রার্থী
১৪৭-শেরপুর-২	আওয়ামী লীগ	মতিয়া চৌধুরী	১টি আসনে প্রার্থী
৪১বগুড়া-৬৪২ বগুড়া-৭২৬৬ ফেনী-১২৭৬ লক্ষীপুর-২১৭৯ চট্টগ্রাম	বি,এন,পি	বেগম খালেদা জিয়া	৫টি আসনে প্রার্থী
১৫২ ময়মনসিংহ-৪ ১৪৬ শেরপুর-১ ১৪৭ শেরপুর-২ ১৫৬ ময়মনসিংহ-৮	জাতীয় পার্টি	রওশন এরশাদ	৪টি আসনে
৯৫ বাগের হাট-১ ৯৯ খুলনা-১ ২১৬ গোপালগঞ্জ-৩	আওয়ামী লীগ	শেখ হাসিনা	৩টি আসনে
১৩০ পিরোজপুর-২ উপনির্বাচনে	জাতীয় পার্টি	তাসমিনা হোসেন	১টি আসনে
২৯১ চট্টগ্রাম-১৩ উপ-নির্বাচনে	বি,এন,পি	মমতাজ বেগম	১টি আসনে

উৎস ঃ গবেষক কর্তৃক নির্বাচন কমিশন থেকে সংগৃহীত। ১৯৯৯।

বর্তমান জাতীয় সংসদে ৩০০টি সাধারণ আসনের মধ্যে ১৬টি আসনে সরাসরি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৭ জন মহিলা

Dhaka University Institutional Repository

১১টি আসনে জয়লাভ করেছেন। ৭জন মহিলার মধ্যে ৬ জনই এসেছে কোন না কোন পুরুষ এর ইমেজের প্রেক্ষাপটে। বেগম খালেদা জিয়া ৫টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৫টিতেই জয়লাভ করেছেন। [স্বামী] প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।] শেখ হাসিনা ৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৩টিতেই জয়লাভ করে। [পিতা-প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান।]

রওশন এরশাদ ৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১টি টিতে জয়লাভ করে। (স্বামী প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ।) খুরশিদ জাহান খান ১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১টিতেই জয়লাভ করে। (বেগম খালেদা জিয়ার বোন), তাসনিমা হোসেন (আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর এর স্ত্রী স্বামীর ছেড়ে দেওয়া আসন)। মমতাজ বেগম (স্বামী কর্ণেল ওলি আহমেদের ছেড়ে দেওয়া আসনে) শুধুমাত্র আওয়ামীলীগের মতিয়া চৌধুরী নিজস্ব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বলেই জয়লাভ করেছেন।

১৯৭৩ এবং ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে সংসদের সাধারণ আসনের নির্বাচনে কোন মহিলা নির্বাচিত হননি। এ সময়গুলোতে কেবল সংরক্ষিত আসনেই মহিলা ছিলেন। সাধারণ আসনে ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে ৫টি, ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে ৪টি এবং ১৯৯১ সালের ৮টি আসনে মহিলারা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে সাংসদ হয়েছেন। ১৯৭৩ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত জাতীয় নির্বাচন গুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সাধারণ আসনে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নারী প্রার্থীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশির দশকের চাইতে নব্বই এর দশকে নারীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন অনেক বেশী সংখ্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

এটি একটি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক দিক। কিন্তু এই সংখ্যা বৃদ্ধি সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর প্রান্তিক অবস্থানের কোন পরিবর্তন ঘটায়নি।

ইউনেস্কোর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই সামান্য সংখ্যক নারী নেতৃত্বের পর্যায়ে অধিষ্ঠিত এবং নিজ সমাজের নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা খুবই সীমিত।[৫]

তবুও পাশ্চাত্য বিশ্বের অংশ গ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি, ব্যাপক সামাজিক গতিশীলতা, অর্জিত মর্যাদা ও আধুনিক শিক্ষার কারণে সনাতন সমাজের তুলনায় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান তুলনামূলক বিবেচনায় অধিক সংহত। কিন্তু বাংলাদেশের সমাজের সনাতন মূল্যবোধ এবং অপ্রতিষ্ঠানিক কর্মে নিয়োজিত থাকার কারণে বাংলাদেশের নারীরা আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে প্রতিকূল অবস্থায় নিপতিত। ফলে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের পর্যায়ে তাদের অধিষ্ঠিত হবার আর্থ-সামাজিক শর্ত অনুপস্থিত। যে সব সামান্য সংখ্যক নারী নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের পর্যায়ে অধিষ্ঠিত রয়েছেন তারা মূলতঃই শহরে শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের সদস্য। গ্রামীণ বা শহুরে নিম্নবিত্ত পরিবারের কোন নারীই নেতৃত্বও কর্তৃত্বের স্তরে উন্নীত হতে পারেন নি। সমাজের মধ্যে পুরুষতান্ত্রিকতার ব্যাপক উপস্থিতি, শোষণমূলক চরিত্র, নারীর অসচেতনতা, অধিকাংশ নারীর রাজনীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা, অশিক্ষা, ধর্মীয়, সামাজিক, পারিবারিক বাধা বাংলাদেশের নারীদেরকে সর্বক্ষেত্রে প্রান্তিক ও অধস্তন করে রেখেছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যেহেতু পুরুষতান্ত্রিক ও শোষণমূলক তাই নারীদের এই প্রান্তিকতা ও

Dhaka University Institutional Repository

অধস্তনতা বিদ্যমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্যতম ও অপরিহার্য শর্ত যা নারী ও পুরুষের দ্বন্দ্ব ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্যে অভিব্যক্ত।[৬]

সংসদে যে ৩০টি সংরক্ষিত আসন । পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি। তা পরোক্ষভাবে নারীকে পুরুষের উপর নির্ভরশীলতারই নামান্তর। বিভিন্ন মহিলা রাজনৈতিক সংগঠন, সচেতন মহিলারা মনে করেন সংরক্ষিত আসন বহাল রাখার প্রয়োজনীয়তাএখনো আছে কিন্তু সেটা পরোক্ষ নির্বাচন না হয়ে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে হওয়া উচিত বলে মনে করেন।[৭] সরাসরি নির্বাচনের পক্ষে মত প্রকাশের কারণ হিসেবে উল্লেখযোগ্য-

(ক) জাতীয় সংসদে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব প্রত্যক্ষ নির্বচনের মাধ্যমে হয় না বরং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচনের মাধ্যমে স্থির হয়-আর এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সিংহ ভাগই হচ্ছে পুরুষ। এই পুরুষ সদস্যের ভোটের মাধ্যমেই পূরণ হয় ৩০টি মহিলা সিট। এই পদ্ধতি মেয়েদের জন্য অপমানজনক বলে অনেকে মনে করেন।

(খ) যেহেতু সংরক্ষিত আসন গুলো সরাসরি জনগনের ভোটের মাধ্যমে পূরণ হয় না সেহেতু এই সংরক্ষিত নারী প্রতিনিধিদের সাথে জনগনের সম্পৃক্ততা তুলনামূলক বিচারে কম থাকে।সরাসরি নির্বাচনে নেতৃত্বের সাথে থাকে জনগনের সরাসরি সম্পর্ক। নির্বাচনেরপূর্বে থাকে নেতাদের কমিটমেন্টের কথা যা পরে ক্ষমতায় গিয়ে কমিটমেন্ট রক্ষার ব্যাপার থাকে, নিজ এলাকা, নিজ জনগনের পক্ষে কাজ করার দায়িত্ব বর্তায় সেই নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সেরুপ অবস্থা পরিদৃষ্ট হয় না। এ প্রসঙ্গে ডঃ নাজমা

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী তার নারী ও রাজনীতি বইতে লিখেছেন যে, "সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন প্রক্রিয়া আসন গুলিকে সংখ্যাগরিষ্ট দলের নেতৃত্বের উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল করে তোলে।------ রাজনৈতিক গুরুত্ব ও ক্ষমতার ভর সাধারন আসনেই নিহিত থাকার কথা মূলত দুটি কারনে, প্রথমতঃ সরাসরি ও তৃণমূলে জনগনের ভোটে নির্বাচিত হবার যে রাজনেতিক শক্তি- দলে, সংসদে ও নির্বাচনী এলাকায়, উপরিকাঠামোর পরোক্ষ পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচন সেই তুলনায় শক্তি যোগায় না। দ্বিতীয়তঃ সংরক্ষিত আসনের জন্য গঠিত নির্বাচনী এলাকা সাধারন আসনের নির্বাচনী এলাকা থেকে দশগুন বড় হওয়ায় স্বাভাবিভাবেই মহিলা সাংসদের জন্য তার এলাকায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা আইন সভা ও জনগনের মধ্যে সংযোগ মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রাখা সম্ভব নয়। যতটুকু তত্ত্বগতভাবে, সাধারন আসনে নির্বাচিত সাংসদের জন্য সম্ভব"।[৮]

ইউনিয়ন পরিষদ

তৃনমূল পর্যায়ে জনগনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনগনের জন্য কাজ করার সুযোগ থাকে সে প্রতিষ্ঠানটির নাম ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকান্ডে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে প্রথম স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের আওতায় প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে ২ জন মহিলা মনোনয়নের বিধান করা হয়। তার পূর্বে সাধারন সদস্য হিসেবে এ ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহন ছিল ব্যতিক্রম ঘটনা। বিভিন্ন সময়ে সরকারী নীতি ও কর্মসূচীর কারনে স্থানীয় সরকারের নাম ও কাঠামোর ভাঙ্গাগড়ার ফলে ইউনিয়ন পরিষদে নারীর অংশগ্রহন প্রক্রিয়াও পরিবর্তিত হয়েছে বার বার। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়ন পূর্বের ন্যায় ৯টি ওয়ার্ডে

Dhaka University Institutional Repository

বিভক্ত এবং প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে একজন নারী সদস্য নির্বাচিত করার বিধান করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিয়নে নারীর জন্য সংরক্ষিত ৩টি আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নারী-পুরুষ সকল সদস্যই প্রাপ্ত বয়স্ক নারী পুরুষের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন।

নারীর এই সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদে নারীর সক্রিয় অংশ গ্রহণ একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। জাতীয় সংসদের মত ইউনিয়ন পরিষদেও নারীর অবস্থান কোন পর্যায়ে বা কতটা প্রতিনিধিত্বশীল তা মূল্যায়ণ করবো বিগত কয়েকটি নির্বাচন পর্যালোচনা করে।

সারণী - ১১

১৯৭৩-১৯৯৭ পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যানদের অবস্থান।

নির্বাচনের সন	ইউনিয়নের সংখ্যা	মহিলা প্রার্থী	নির্বাচিত মহিলা চেয়ারপারসন
১৯৭৩	৪৩৫০	-	১ জন
১৯৭৭	৪৩৫২	-	৪ জন
১৯৮৪	৪৪০০	-	৪+২=৬ জন
১৯৮৮	৪৪০১	৭৯	১ জন
১৯৯৩	৪৪৫০	১১৫	১৩+১১=২৪
১১৯৭	৪৪৯৮	১০৩	২১ জন [১ জন ১৯৯৮ সালে উপনির্বাচন]

উৎস ঃ গবেষক কর্তৃক নির্বাচন কমিশন থেকে সংগৃহীত। ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৭ সালের নির্বাচনের চিত্র ঃ

ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) গত ১৯৯৭ এর নির্বাচনে এই প্রথমবার সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন করে মোট ১২৮২৮ জন নারী জন প্রতিনিধি হয়েছেন।[৯]

সারণী - ১২

১৯৯৭ সালে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ও বিজয়ীদের সংখ্যা।

বিভাগ	প্রার্থীর সংখ্যা	বিজয়ী প্রার্থী সংখ্যা
রাজশাহী	২৫	৪
খুলনা	১৩	২
বরিশাল	১৪	৬ (১জন পরে ১৯৯৮এ)
ঢাকা	৩৫	৬
চট্টগ্রামও সিলেট	১৬	৩
মোট	১০৩	২১ জন

উৎস ঃ গবেষক কর্তৃক নির্বাচন কমিশন থেকে সংগৃহীত। ১৯৯৯।

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে কিংবা জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে নারীর আসন সংখ্যা বৃদ্ধিই কি প্রমাণ করে যে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে রাজনীতিতে নারীর সুদৃঢ় অবস্থান বা নারী যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে সর্বত্র? সংখ্যা বৃদ্ধি

Dhaka University Institutional Repository

সাথে সাথে প্রয়োজন রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সাথে নারীর প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা।

নারী প্রতিনিধিরা সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও তাদের ভোট দিয়েছেন নারী-পুরুষ উভয়েই। জনগণকে অঙ্গীকার ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে নারী জনপ্রতিনিধি হয়েছে। এই জন প্রতিনিধি মহিলা সদস্যদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত মহিলা জনপ্রতিনিধিদের এখনও কোন সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয়া হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান হচ্ছে পুরুষ। পুরুষ নারীদের ক্ষেত্রে সনাতনী ধ্যান ধারনা পোষণ করে তাদের নির্দিষ্ট কিছু কাজের দায়িত্ব যেমন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, নারী ও শিশু নির্যাতন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গন্ডিবদ্ধ করার মানসিকতা পোষণ বলে মহিলা জন প্রতিনিধিদের মত প্রকাশ। মহিলারা মহিলাদের জন্য তো বটেই তথা এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য যথা অবকাঠামো, শিক্ষা, বিচার, আইন শৃঙ্খলা প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী প্রতিনিধিরা শক্তিশালী ও অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারবে যদি তাদের সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা না হয়।

বিভিন্ন গুরুত্ব পূর্ণ পদে নারী ঃ

জাতিসংঘ নারী পুরুষ এর সমতা আনার লক্ষ্যে জাতিসংঘভূক্ত সদস্য অধিক হারে নারী সমাজকে যুক্ত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্মেলনের মাধ্যমে। জাতিসংঘের সদস্যভূক্ত বাংলাদেশের নীতি নির্ধারণী বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন মন্ত্রী সভায়, প্রশাসনে, ব্যবস্থাপক, বিচারক এবং অনেক গুরুত্বপূর্ন পদে নারীর প্রতিনিধিত্ব এখনও পর্যাপ্ত ও যথেষ্ট সংখ্যায় নেই। তার প্রমাণ মেলে এর পরিসংখ্যানগত দিকটি তুলে ধরলে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ১৩

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যা ও শতকরা হার

সময়কাল	মোট মন্ত্রীর সংখ্যা	নারী মন্ত্রী	শতকরা
আওয়ামীলীগ সরকার ১৯৭২-৭৫ সাল শেখ মুজিবর রহমান	৫০	০২	০৪%
বি,এন,পি সরকার ১৯৭৯-১৯৮২ [জিয়াউর রহমান]	১০১	০৬	০৬%
জাতীয় পার্টি সরকার ১৯৮২-১৯৯০	১৩৩	০৪	০৩%
বি,এন,পি ১৯৯১-৯৫ খালেদা জিয়া	৩৯	০৩	০৫%
আওয়ামীলীগ ১৯৯৬ শেখ হাসিনা	২৪	০৪	১৬%

উৎস ঃ আবেদা সুলতানা, "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি ঃ একটি বিশ্লেষণ," ক্ষমতায়ন, ঢাকা- ১৯৯৮ উইমেন ফর উইমেন। পৃষ্ঠা-৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

নারীর ব্যাপক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকারী চাকুরীতে কোটা প্রবর্তন হলেও এখনও পর্যন্ত সরকারের নীতি নির্ধারণী পদে নারীর অংশ গ্রহণ প্রান্তিক পর্যায়ে রয়েছে। মন্ত্রী সভায় ৪ জন এবং জাতীয় সংসদে ৩৩০ জন সদস্যের মধ্যে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত ৩০ জন সদস্যসহ ৩৭জন নারী। স্থানীয় সরকারের ১৩৮৭৯ জন নারী বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন তবে এদের অধিকাংশই পরোক্ষভাবে নির্বাচিত। বাংলাদেশে সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১০,৯৭,৩৩৪ তম্মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ৮৩,১৩৩ জন অর্থাৎ শতকরা ৭.৬ ভাগ। তার মধ্যে গেজেটেড পদের শতকরা ৬.৫ ভাগ এবং অন্যান্য পদে শতকরা ৭.৪১ ভাগ। উপসচিব পদ হতে সচিব পর্যন্ত পদগুলোতে নারীদের সংখ্যা শতকরা ১ ভাগের নীচে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমতুল্য পদসহ সচিবদের পদ ৬৪টি। বর্তমান সরকারের আমলে সচিব পর্যায়ে আছেন ২ জন মহিলা। অতিরিক্ত সচিবের পদ ৬০টি। এ পদ সমূহে ২ জন নারী রয়েছেন। ২৯৫টি যুগ্ম সচিব পদের মধ্যে ৬ জন নারী এবং ৬৬৫ জন উপসচিবের মধ্য ৩ জন মাত্র নারী রয়েছেন। বিসিএস এর অন্যান্য ক্যাডারেরও উচ্চ পদে নারীর সংখ্যা নগণ্য। রাষ্ট্রদূত পদে মাত্র ১ জন নারী বর্তমানে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন। হাইকোর্টের বিচারপতি পদে, বিশ্ববিদ্যালয মঞ্জুরী কমিশন, পরিকল্পনা কমিশন ও নির্বাচন কমিশনে উচ্চ পদে কোন নারী নেই। ক্ষমতায় নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য গেজেটেড বা তদসমপদে প্রবেশ পর্যায়ে শতকরা ১০ ভাগ এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদে প্রবেশ পর্যায়ে শতকরা ১৫ ভাগ কোটা নির্দিষ্ট রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ নারীদের জন্য সংরক্ষিত কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মাত্র ২৫ ভাগ নারী।

Dhaka University Institutional Repository

উৎস ঃ

পুরো তথ্যটাই মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি থেকে নেয়া। সময়কাল ৮ই মার্চ, ১৯৯৭। পৃষ্ঠা-৮।

পুলিশ বিভাগে নারীদের এএসপি সহ অন্যান্য পদে নিয়োগের ব্যবস্থা না থাকার কারণে বিগত কয়েক বছর ঐ পদে নিয়োগ বন্ধ ছিল। এ ছাড়া পুলিশ বিভাগে অন্যান্য পদেও নারীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। পুলিশ সুপার পদে আছেন ৩ জন মহিলা। সেবাবাহিনীতে নারীদের নিয়োগ একেবারেই সীমিত। [১০]

রাষ্ট্র পরিচালনার মূল ক্ষেত্রগুলোতেই নারীর অবস্থান সীমিত। ক্ষমতা বন্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের তীব্র অসমতা এবং সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য নারীদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। নারীদের আদায় করে নিতে হবে তাদের অধিকার, মৌলিক অধিকার।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

১। আবেদা সুলতানা, "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি ঃ একটি বিশ্লেষণ"। ক্ষমতায়ন (ঢাকা, উইমেন ফর উইমেন , সংখ্যা-২, ১৯৯৮) পৃষ্ঠা-৪৭।

২। আবেদা সুলতানা, পূর্বোল্লিখিত, পৃষ্ঠা-৫২।

৩। রেহানা পারভীন, "নারী দিবস, দৃপ্ত শপথের দিন"। দৈনিক জনকণ্ঠ ৯ মার্চ, ঢাকা ১৯৯৯। পৃষ্ঠা-৯।

৪। সংরক্ষিত আসন, সরাসরি নির্বাচন।
সম্পাদনা- ফরিদা আখতার।
নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা ১৯৯৯। পৃষ্ঠা - ১ম পাতা।

৫। মোঃ ফেরদৌস হোসেন, "বাংলাদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ঃ একটি বিশ্লেষণ"।
বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা। B.I.D.S, ঢাকা ১৯৯৪। পৃষ্ঠা-৬২

৬। মোঃ ফেরদৌস হোসেন, পূর্বোল্লিখিত পৃষ্ঠা-৫৫

৭। সংরক্ষিত আসন, সরাসরি নির্বাচন, সম্পাদনা- ফরিদা আখতার, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯৯। পৃষ্ঠা-১১।

৮। ডঃ নাজমা চৌধুরী, নারী ও রাজনীতি, পূর্বোল্লিখিত, পৃষ্ঠা-২৬।

৯। সীনা আক্তার, "ইউনিয়ন পরিষদ ও নারী প্রতিনিধিদের দায়িত্ব"। দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৪ আগষ্ট, ঢাকা ১৯৯৮ইং। পৃষ্ঠা-৭।

১০। দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৭ নভেম্বর, ঢাকা ১৯৯৮ই। পৃষ্ঠা-১২।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

মহিলাদের রাজনীতিতে না আসার কারণ ঃ

নারীর রাজনীতিতে নিজেকে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যই হলো নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাধিকার তথা একটি প্রতিনিধিত্বশীল, গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।নারীকে রাজনীতিতে জড়িত হওয়া উচিত। পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে পূর্বোক্ত অধ্যায়ে। এ অধ্যায়ে তুরে ধরা হবে মহিলাদের রাজনীতিতে না আসার কারন।

(১) পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র, ধর্ম, অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীলতা, সনাতন ধ্যান ধারনা নারীর রাজনীতিতে, ক্ষমতায়নের পথে যে সমস্ত কারণ বাধা হয়ে থাকে সে গুলো ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে চুড়ান্তভাবে সমাজের সর্বত্র ক্রিয়াশীল।

(২) নারী ও রাজনীতিতে সৈয়দা রওশন কাদির উল্লেখ করেছেন যে, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ মহিলাদের ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। ম্যাককরম্যাক বলেছেন যে, মহিলারা তিনটি কারণে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহন করতে পারে না -(১)সামাজিকীকরনের ভিন্নতা (২)কম শিক্ষা (৩) হীনমন্যতা বা সনাতন মনোভাব যা সংস্কার থেকে সংক্রমিত হয়। ১

(৩) বাংলাদেশের মেয়েরা প্রধানত পরিবার কেন্দ্রিক। যদিও প্রয়োজনের তাগিদে কিংবা কিছু সংখ্যক শিক্ষার কারনে মহিলারা কর্মক্ষেত্রে আসছে কিন্তু তার পরেও তাদের কাছে প্রাধান্য থাকে

Dhaka University Institutional Repository

আগে স্বামী, সন্তান পরে কর্মক্ষেত্র। রাজনীতি নিয়ে ভাবে, সম্পৃক্ত হয় খুব কম মহিলা।

(৪) রাজনীতিতে মহিলারা না আসার আরেকটি কারন প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয রাজনীতির জন্য। অন্যান্য পেশায় একটি নির্দিষ্ট সময় সীমা আছে কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা নেই বিধায় নারী নিজেকে জড়িত করতে অনাগ্রহী হয়।

(৫) ডঃ নাজমা চৌধুরী ΔনারীΔ ও রাজনীতিΔ বইতে নারীদের রাজনীতিতে না আসার কয়েকটি কারন উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে থেকে কয়েকটি তুলে ধরা হলো-

(i)নারী-পুরুষের প্রকৃতি সিদ্ধ পৃথক বিচরন ভূমি প্রাইভেট ও পাবলিক স্পেস- নারীকে গৃহস্থালীর পরিধির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে আর পুরুষের এখতিয়ারে রেখেছে বিশাল পরিব্যাপ্ত, ক্ষমতাপূর্ন রাজনীতির চারনভুমি। রাজনীতিতে রাজনীতিকে একটি পুরুষালী পেশায় পর্যবসিত করেছে।

(ii) নারীর অভাব রয়েছে শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার, যা তাদেরকে রাজনীতিমূখী কর্মক্ষেত্রে স্থাপন করে রাজনীতিতে প্রবেশের পথ সুগম করে দিতে সক্ষম হতো। [২]

(৬) নারীর আরেকটি বড় বাধা অর্থনৈতিক বাধা। আমাদের দেশের যে কজন নারী রাজনীতির সাথে যুক্ত তাদের অধিকাংশই এলিট শ্রেণীর অর্ন্তভুক্ত। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কিছু সংখ্যক নারী স্বাবলম্বী হলেও তারা হয় সে অর্থের পুরোপুরি স্বাধীনভাবে ব্যয় করার ক্ষমতা রাখে না বাড়ীর পুরুষ প্রধানের জন্য কিংবা নিজ

Dhaka University Institutional Repository

সংসারে ব্যয় করে। নিজস্ব আয়ের অর্থ রাজনীতির জন্য ব্যয়ে আগ্রহী থাকে না।

(৭) রাজনীতি মানেই ধরা বাধাহীন মিটিং, মিছিল, সমাবেশ, পার্টির নিজস্ব কাজ, নির্বাচনী প্রচারনায় ব্যস্ত থাকা, নিজ পরিবারে অনেক লোকের আনাগোনা, পরপুরুষের সান্নিধ্যে আসা যা অধিকাংশ বাঙ্গালী পরিবারের মেয়েরা মেনে নেয় না বা বাড়ীর পুরুষ প্রধান থাকে বড় বাধা।

(৮) বেগম সেলিমা রহমান রাজনীতিতে নারীর সীমাদ্ধতা সম্পর্কে লিখেছেন- আরেকটি সীমাবদ্ধতার কথা আমি বলবো, সেটা প্রাতিষ্ঠানিক, যে কোন সমাজ ব্যবস্থার রাজনৈতিক কাঠামোর পিছনে কতকগুলো প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো থাকে। তাতে করে প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্যের একটা সমান্তরাল বুনানি রাজনৈতিক বুনানিকে দৃঢ়তর করে। পেশাজীবি প্রতিষ্ঠান, সামরিক বাহিনী এ সবই রাষ্ট্রনীতির ব্যবস্থাপনায় তথা রাজনীতিতে আনুগত্যের কড়িকাঠ রচনা করে। উন্নত দেশ গুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নারীর ভূমিকা এখন ব্যাপক। অনগ্রসর দেশে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নারীর অবস্থান অতি নগন্য। শিক্ষাকতা, চিকিৎসাবিদ্যা আর সমাজসেবা ছাড়া নারীর প্রাতিষ্ঠানিক উপস্থিতি তেমন একটা চোখে পড়ে না। তাই স্বভাবতই রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীর স্বীকৃতি প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন বঞ্চিত হয়।নিতান্তই নিজ গুণে নারীকে রাজনীতিতে স্থান করে নিতে হয়। ডাক্তার, শিক্ষক, উকিল বা ধনী নারী কেউ কেউ যে রাজনীতিতে আসছে না তা নয়, তবে সেটা প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থনে নয়- স্থানীয় সামাজিক সমর্থনে। নারীর রাজনীতিতে এটাও একটা বড় বাধা।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

(৯) অনেক রাজনৈতিক দল ও সরকারী কাঠামোয় কাজের ঐতিহ্যবাহী ধরনগুলো জনজীবনে নারীর অংশগ্রহনের পথে বাধা হিসেবে বিরাজ করছে। নারী যখন কোন রাজনৈতিক সংস্থার পদে যেতে চায় তখন তার পথে বাধা সৃষ্টি করে বৈষম্যমূলক নীতি ও আচরণ,পারিবারিক ও শিশু পরিচর্যার কর্তব্যগুলো এবং জন প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থার কোনো পদের জন্য প্রার্থী হওয়ার বা পদে নির্বাচিত হওয়ার বিপুল ব্যয়ভার।[৪]

(১০) স্থানীয় সমষ্টি স্তরে যে সব অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ার ধরন প্রবল ভাবে পুরুষ-বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত করে, সে গুলো রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে নারীকে সমতার ভিত্তিতে অংশ গ্রহনে বাধা দেয়।[৫]

(১১) উন্নত বিশ্বের মত আমাদের দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ ততটা গনতান্ত্রিক সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করে না। বিধায় এ রকম পরিবেশে নারীরা নিজেকে জড়িত করতে চায় না বা করে না।

(১২) নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন দান করার সময় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই কতকগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে। প্রধানতঃ এলাকা ভিত্তিক প্রচুর পরিচিতি এবং জনদরদী নেতা হিসেবে পরিচিতি থাকতে হবে। এছাড়া প্রচুর অর্থের মালিক হতে হবে এবং দলীয় ফান্ডে অনেক টাকা চাঁদা দিতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে নেতাদের সাথে যোগাযোগ থাকতে হবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মীদের নিজের কাজে শত যোগ্যতা রাখতে হবে। অথচ এ সফল বৈশিষ্ট্য খুব মহিলার আছে এবং অধিকাংশ মহিলারই নেই।[৬]

(১৩) আমাদের মত অনুন্নত দেশের মহিলাদের মাঝে রাজনৈতিক শিক্ষা এবং রাজনৈতিক সচেতনতার এখনো যথেষ্ট অভাব রয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

(১৪) পেশী শক্তি রাজনীতিতে যে অশুভ ছায়া বিস্তার করছে, সে রাহুর কবল থেকে রাজনীতি মুক্ত না হলে মহিলারা ঐ পেশায় অংশ গ্রহনে দ্বিধাগ্রস্ত থাকবেন।[৭]

(১৫) জাতীয়বাদী দল, আওয়ামীলীগ এবং জামাতে ইসলাম রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে যে কারণ দেখান তা নিম্নরুপ-

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ঃ

(i) এ দলের মতে ধর্মীয় অপব্যাখ্যার কারনেই নারীরা রাজনীতিতে অংশ গ্রহন করছে না। তারা মনে করেন, পুরুষ তান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো বজায় রাখার জন্য উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবেই এক শ্রেণীর লোক ধর্মের অপব্যাখ্যা দিচ্ছে।

(ii) এ ছাড়া দলীয় কর্মীরা নারীর চেয়ে পুরুষের জন্য কাজ করতে বেশী পছন্দ করে।

(iii) নারীরা যাতে নেতৃত্ব পর্যায়ে পৌছাতে না পারে সে কারণে পুরুষরা প্রচার করে ইসলামে নারী নেতৃত্ব স্বীকৃত নয়।

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ঃ

এরা মনে করেন (১) পারিবারিক কাজে মহিলাদের অধিকাংশ সময় ব্যয় এবং (২) স্বামী পরিবারের অন্যান্য পুরষ অভিভাবকদের সমর্থন না থাকার কারনে নারীরা রাজনীতিতে অংশ গ্রহনে অনীহা প্রকাশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

জামাতে ইসলামঃ এদের মতে নারীদের আরো অধিকহারে রাজনীতিতে অংশগ্রহন করা উচিত তবে পরিবারের দায়িত্ব অবহেলা করে রাজনীতিতে আগমন জামাতে ইসলাম পছন্দ করেনা।[৮]

(১৬) নারীর এই অংশগ্রহনের জন্য একটি গনতান্ত্রিক, সেক্যুলার সমাজ ব্যবস্থ প্রয়োজন কিন্ত রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের মধ্যে আমরা দেখি রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামের কথা, যা কিনা সমাজের সকল কর্মকান্ডে নারীর অংশ গ্রহনের ক্ষেত্রে মতাদার্শিক সীমাবদ্ধতা তৈরী করে। এ ছাড়াও নারীর অংশগ্রহনকে বাস্তবায়িত করতে হলে যে ধরনের সুযোগ সুবিধা এবং সমর্থনের প্রয়োজন রাষ্ট্রীয়ভাবে তার প্রতিফলন সমাজে নেই বরং এব ধরনের দ্বৈততা প্রতিফলিত। এই দ্বৈততা নারীর অংশগ্রহনকে গতিশীল করেনি, বহুত্ববাদী সমাজ সৃষ্টি করেনি।[৯]

সংবিধানে সম অধিকার, রাজনীতিতে নারীর সকল অধিকার স্বীকৃত হলেও নারীর অধিকহারে রাজনীতিতে, ক্ষমতায়নে প্রান্তিক অবস্থানের মূল কারণ সামাজিক। সামাজিক বৈষম্যের কারণে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীকে প্রার্থী হিসেবে নয় নারী হিসেবেই বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তবে আগের তুলনায় নারীর সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা বিগত নির্বাচন গুলোতে নারীর অংশগ্রহনের হার দেখলেই বুঝা যায়।শুধুমাত্র খাতা কলমে নারীর সমঅধিকার, সম প্রতিনিধিত্বের কথা স্বীকৃত হলেই হবে না। প্রয়োজন তার প্রতিফলন, নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি, আচার আচরন ও নীতির পরিবর্তন। নারীকে নারী হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করা আর এই মানসিকতার জন্য প্রকৃত অর্থেই প্রয়োজন শিক্ষা, মূল্যবোধ, রাজনৈতিক শিক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

(১) সৈয়দা রওশন কাদির, "স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহন প্রক্রিয়াঃসমস্যা ও সম্ভাবনা"। নারী ও রাজনীতি ঢাকা ১৯৯৪, উইমেন ফর উইমেন, পৃষ্ঠা -২

(২) ডঃ নাজমা চৌধুরী, "রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহন ঃপ্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা", নারী ও রাজনীতি, ঢাকা, ১৯৯৪, উইমেন ফর উইমেন, পৃষ্ঠা- ১৯।

(৩) বেগম সেলিমা রহমান, "রাজনীতিতে নারীঃ ভূমিকার উপলব্ধি ও অন্তরায়"। নারী ও রাজনীতি, ঢাকা ১৯৯৪ উইমেন ফর উইমেন পৃ-৭৯

(৪) মালেকা বেগম অনুদিত, চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন, বেইজিং ঘোষনা, ডেনমার্ক দূতাবাস ১৯৯৭ পৃঃ ১৫৬

(৫) চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন, পূর্বোল্লিখ পৃ- ১৫৮

(৬) শওকত আরা হোসেন, "নারীঃ রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন", ক্ষমতায়ন (ঢাকা, উইমেন ফর উইমেন, সংখ্যা-২, ১৯৯৮)

(৭) শওকত আরা হোসেন, পূর্বোল্লিখিত। পৃ-৪

(৮) শওকত আরা হোসেন, পূর্বোল্লিখিত ,পৃষ্ঠা -২-৩

(৯) নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি, সম্পাদনা মেঘনা গুহঠাকুরতা, সুরাইয়া বেগম, হাসিনা আহমেদ ,সমাজ নিরীক্ষা কেন্দ্র ঢা.বি., ঢাকা ১৯৯৭.পৃ-ভূমিকা।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ও সুপারিশ

নতুন এক শতাব্দীর দ্বার প্রান্তে উপনীত হওয়ার কিছু সময় আগে (১৯৯৫ সালে) অনুষ্ঠিত হলো চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন। বেইজিং কর্ম পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে ১২টি রিশেষ গুরুত্বপূর্ন ক্ষেত্র চিহ্নিত হয়েছে। তার মধ্যে ১টি ক্ষেত্র ছিল নারীর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহন ও ক্ষমতায় অংশগ্রহনে অসমতা, নারীর পরিপূর্ণ ও সমঅংশীদায়িত্বের মাধ্যমে সকল বাধা দূর করা এর লক্ষ্য। এর আগে জাতিসংঘ আয়োজিত আরো তিনটি বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন। ১৯৮০ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন, ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন। ৪টি সম্মেলনের এজেন্ডা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিভিন্ন এজেন্ডার মধ্যে ১টি ছিল নারী উন্নয়নের জন্য সমতা- যা বিগত ৪টি সম্মেলনের মধ্যেই অর্ন্তভূক্ত ছিল। রাষ্ট্র, অর্থনীতি পরিবার ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরনের লক্ষ্যে ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) গৃহীত হয় এবং ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সালে কার্যকর হয়। নারীর জন্য শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী সুফল বয়ে এনেছে। এর ফলে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীর সংখ্যা ১৯৯০ সালে ৩০ লাখ, ১৯৯৫ সালে ৪৪ লাখে উন্নীত হয়েছে। দেশে ১১৬৯৫ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৯৪১ টি বালিকা বিদ্যালয়। ছাত্রীর হার শতকরা ৪৭ দশমিক ৭০ ভাগ। উচ্চ শিক্ষায় বাংলাদেশে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীর হার শতকরা ২৭ দশমিক ৫ ভাগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী।[১]

Dhaka University Institutional Repository

নারীর দক্ষতা, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন নারীর সচেতনতা বৃদ্ধি, অধিকার বোধ জাগ্রত হওয়া, অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বীতার জন্য প্রয়োজন নারী শিক্ষার হার বাড়ানো।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন সরকার দেশে প্রথম বারের মত নারী উন্নয়ন রাজনৈতিক নীতি প্রদান করেছে। নিম্নে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের নীতি তুলে ধরা হলোঃ-

- ❖ রাজনীতিতে অধিকহারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহন নিশ্চিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহনের উদ্বুদ্ধ করা;
- ❖ নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচীর বাস্তবায়ন করা;
- ❖ নির্বাচনে অধিকহারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রানিত করা;
- ❖ নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসুচী বাস্তবায়ন করা;
- ❖ রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগহনে তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠন সহ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা;
- ❖ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে চলতি সময়সীমা শেষ হবার পর ২০০১ সালে বর্ধিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোগ নেয়া ;
- ❖ সিদ্ধান্ত গ্রহনের সর্বোচ্চ স্তর মন্ত্রিপরিষদে, প্রয়োজনে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা।[২]

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ,একটি সুসংগঠিত ও সুবিন্যস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ার মাধ্যমে এ দায়িত্ব সুচারুরুপে সম্পন্ন করা সম্ভব।

আমি আমার গবেষনায় পূর্বোক্ত আলোচনায় বাংলাদেশের নারীর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাদের অবস্থান, নারী মুক্তি, নারী আন্দোলন, নারীর ক্ষমতায়ন, স্থানীয়, জাতীয় পর্যায়ে নারীর অবস্থান গত দিক, রাজনীতি বিমুখতার কারণ উদঘটনের চেষ্টা করেছি। পূর্বোক্ত কয়েক জায়গায় একটি বিষয়ের উপর জোর দেয়ার চেষ্টা করেছি নারীর কেন রাজনীতিতে ভূমিকা রাখা উচিত।

রাজনীতিকে গণমুখীকরণ উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর গনমুখীকরন তখনই সম্ভব হবে যখন গনমানুষের যথোপযুক্ত প্রতিনিধত্ব থাকবে, যেহেতু জনসংখ্যার অর্ধেকই হচ্ছে নারী সেহেতু রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহন বৃদ্ধি, সক্রিয় ভূমিকা একটি দেশের রাজনীতিতে গনতান্ত্রিক পরিবেশেরই পরিচায়ক। প্রকৃত পক্ষে একটি দেশের যথাযথ উন্নতির জন্য নারীকে বাদ দিয়ে নয়, নারীকে অবশ্যই রাজনীতি সম্পৃক্ত করতে হবে। স্থানীয় সরকার থেকে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গ্রহনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশ গ্রহন শুধুমাত্র আসন দখল করার জন্য নয়। জনগনের জন্য কাজ করার ক্ষেত্র তৈরী করা- যাতে করে অধিক সংখ্যক নারী সমান প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে দেশের কল্যানের জন্য, উন্নয়নশীল বাংলাদেশকে উন্নত বিশ্বের সমান পর্যায়ে উপনীত করতে পারে। তার জন্য প্রয়োজন-

(১) রাজনীতিতে নারী অনুপ্রবেশের যথারীতি পথটি সুগম করার জন্য রাজনৈতিক দল প্রধান ভূমিকা পালন করবে। রাজনৈতিক দলের সহায়তার অংশগ্রহনে উৎসাহিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) রাজনীতিতে মহিলাদের যে নিজস্ব সংগঠন আছে, সেখানে যাতে মহিলা প্রতিনিধিত্ব থাকে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা অর্থাৎ মহিলা নেতৃত্ব যাতে বাড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(৩) রাজনৈতিক সংগঠনগুলোতে ছাত্র, যুব, কৃষক, শ্রমিক সংগঠন সহ বিভিন্ন পেশাজীবি সংঠন যেগুলো আছে, সেগুলিতে মহিলা নেতৃত্ব ১০%, ১৫%,৩০% এ নিয়ে আসা গেলে মহিলা নেতৃত্ব বাড়বে।

(৪) রাজনীতিতে মহিলাদের সমপৃক্ততা বৃদ্ধির জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রথম উদ্যোগ নিতে হবে। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলো শতকরা ১০ বা ১৫ জন মহিলা দল থেকে মনোনয়ন দিবেন এমন ব্যবস্থা থাকলে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা বাড়বে।

(৫) রাজনৈতিক সচেতনতা ও উদ্যোগ গ্রহনে আন্তরিকতা বৃদ্ধির জন্য গন সংযোগ মাধ্যম গুলিকে কাজে লাগতে হবে। এবং নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের নেতৃত্ব বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষন দিতে হবে যাতে তারা সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দান করতে পারে। যাতে করে পরবর্তীতে স্থানীয় পর্যায় অর্থাৎতৃণমুল পর্যায় থেকে ক্রমে জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্বদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে সহায়ক হয়। তাহলে এই দল নেতৃত্বের মাধ্যমে নারীর সমস্যা বা জেন্ডার কনসার্ন রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে প্রাধান্য পাবে।[৩]

(৬) বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজন আছে। সংরক্ষিত আসন তুলে দিয়ে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করলে নারী প্রতিনিধিত্ব আরো কমে যাবে। কেননা বাংলাদেশের নারীরা এখনো রাজনীতির সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করেনি উল্লেখ করার মত কিংবা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্তি ইমেজের ভিত্তিতে নারীর সম

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিধিত্বের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এখনো বাংলদেশে তৈরী হয়নি। তবে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে মনোনয়নের ভিত্তিতে নয়, সরাসরি নির্বাচনের ভিত্তিতে থাকা উচিত, তাহলে মহিলা সাংসদগনের দায়বদ্ধতা বাড়বে।

(৭) বেইজিং সম্মেলনে-ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে নারী-এ বিষয়ে যে সমস্ত সুপারিশ করা হয়েছে তার কয়েকটি তুলে ধরছি-যার সব গুলোর সাথে আমি এক মত পোষন করি-

সরকারের করনীয় ঃ

(ক) অন্য সব যথাযথ ক্ষেত্রসহ নির্বাচনী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এমন কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, যা রাজনৈতিক দলগুলোকে উদ্বুদ্ধ করবে, যাতে তারা নির্বাচিত ও অনির্বাচিত জন প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থার পদগুলোতে পুরুষের সমান অনুপাতে ও মাত্রায় নারীকে সম্পৃক্ত করে।

রাজনৈতিক দল গুলোর করনীয় ঃ

(খ) দলীয় কাঠামো ও কার্যক্রমে যে সব বাধা বিপত্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নারীর অংশগ্রহনের বিরুদ্ধে বৈষম্য সৃষ্টি করে, সে গুলো পরীক্ষা করে দেখার বিষয়টি বিবেচনা করা;

(গ) আভ্যন্তরীন নীতি নির্ধারনী কাঠামো এবং নিয়োগদান ও নির্বাচনী মনোনয়নদান প্রক্রিয়ায় নারীর পরিপূর্ণ অংশগ্রহন অনুমোদনের উদ্যোগ বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা;

(ঘ) তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডায় জেন্ডার ইস্যু সম্পৃক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা, এ লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে পুরুষের সাথে সমতার ভিত্তিতে নারী যাতে অংশগ্রহন করতে পারে তা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহন করা।

Dhaka University Institutional Repository

সরকার জাতীয় সংস্থা, বেসরকারী খাত, রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, মালিক সমিতি, উপআঞ্চলিক ও আঞ্চলিক সংস্থা, বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলোর করণীয়-

(ঙ) সিদ্ধান্ত গ্রহন স্তরের পদগুলোর জন্য সুস্পষ্ট শর্ত রাখা এবং বাছাই কমিটি গুলোর গঠন যাতে জেন্ডার-সমতা সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করা।

(চ) নির্বাচনী প্রক্রিয়া, রাজনৈতিক কার্যক্রম এবং নেতৃত্বের অন্যান্য ক্ষেত্রে অংশগ্রহনে নারীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।[৪]

(ছ) বিভিন্ন এলাকায় কর্মরত বেসরকারী সংস্থা সমূহের মহিলা কর্মীদের রাজনৈতিক অধিকার যেমন ভোটদানের অধিকার স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পদে এবং জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহনের অধিকার ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

(জ) স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তাদের মধ্যে এলাকার জন্য এবং মহিলাদের অগ্রগতির জন্য যারা সর্বাপেক্ষা উপযোগী সে সম্পর্কে মহিলা নেত্রীদের ভোটারদের সাথে আলাপ আলোচনা করা।

(ঝ) সরকারী এবং বিরোধীদলের নেত্রী মহিলা হবার পরও তাদের পার্টির ঘোষনা ও ইশতেহারে নারী বিষয়ক সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী আমরা সেখানে দেখতে পাই না। জাতীয় জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে নারীর সম অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সব রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক কর্মসুচী পার্টির ঘোষনা ও ইশতেহারে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং তা যথাযথ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(১১) নীতি নির্ধারনী ক্ষেত্র সমূহে নারীর সম প্রতিনিধিত্বের সুযোগ সৃষ্টির জন্য সকল পর্যায়ে আন্দোলন গড়ে তুলে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

(১২) যে সমস্ত নারী প্রতিনিধি সংসদে, ইউনিয়ন পর্যায়ে আছেন তাদের দায়িত্ব অধিক সংখ্যক মহিলা যাতে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়, তাদের ক্ষেত্র তৈরী করা এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার বিশেষ করে যারা সংসদে আছেন তাদের সংসদে চাপ সৃষ্টি করা যাতে মন্ত্রী পরিষদে সমান অনুপাতে মহিলা মন্ত্রী নিয়োগ দেয়া হয়।

(১৩) রাজনৈতিক অংগনকে সন্ত্রাস মুক্ত, অস্ত্র মুক্ত করে সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। নির্বাচিনের সময় অর্থ ব্যবহারের যে আইন আছে তার বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। তবে রাজনীতিতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

(১৪) সরকার ও জনগনের সেতু বন্ধন রাজনৈতিক দল। রাজনৈতিক দল সমাজে আরো কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে যদি রাজনৈতিক দল ও নারী সংগঠন এর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও নারীর রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করে। একক শক্তির চাইতে যৌথ শক্তি, জোট শক্তি সমাজে, রাষ্ট্রে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে।

(১৫) ধর্মের অপব্যবহার, মৌলবাদী ধ্যানধারনা নারী প্রগতি, নারী অধিকারের অন্তরায়। এসব প্রতিবন্দকতা দূর করতে হবে।

(১৬) যেহেত নারীর আর্থিক শক্তি ও সম্পদ সীমিত, সেহেতু রাজনৈতিক দলগুরি নির্বাচনে মনোনীত মহিলা প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারকার্যে আর্থিক ও সাংগঠনিক সহায়তা দান করবে।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার শুরুতে নারীর অবস্থান পূর্বে কিরুপ ছিল এবং যুগের পরির্বতনে নারীর আথ-সামাজিক অবস্থানেরও যে পরিবর্তন হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আদি সমাজে নারী ছিল স্বাধীন, পরিবার ছিল মাতৃতান্ত্রিক। কিন্তু যুগের পরিবর্তনে পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি নারীর ঐতিহাসিক পরাজয় ঘটায়। আজকের সমাজে নারী কোন কোন ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে তার কিছুটা স্বরূপ বেড় হয়ে এসেছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের নারী মুক্তি আলোচনায়।

ভোটাধিকার আন্দোলন, অতীতের নারীদের সাহসিকতাপূর্ণ সংগ্রামের কথা এই গবেষণায় স্থান পেয়েছে কারণ বর্তমানে নারীর সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে তা নারীকে অর্জন করতে হবে আর সে জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করবে অতীতের নারীদের আন্দোলনের ইতিহাস।

বিশ্বব্যাপী রাজনীতিতে নারীর অবস্থান চিত্রের পাশাপাশি তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশের নারীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের মাত্রা, রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে, দলীয় পর্যায়ে নারীর প্রতিনিধিত্বের হার দেখানো হয়েছে বিভিন্ন সারণীর মাধ্যমে। সারণী গুলো সাক্ষ্য দেয় প্রতিনিধিত্বের দিক দিয়ে, রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের দিক দিয়ে এ দেশে নারীদের অবস্থান হতাশাব্যঞ্জক।

পঞ্চম অধ্যায়ে রাজনীতিতে মহিলাদের সীমিত ভুমিকা রাথার কারণ খুঁজে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে।

নারী অধিকার অর্জন এবং সামাজিক, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তন সম্ভব কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

আর সেজন্যই অধিক সংখ্যক নারী রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই নারী পারে তার নিজের জীবনের পরিবর্তন আনতে, বিদ্যমান নির্যাতনমূলক কাঠামো ও অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে। নারী সমাজের আন্দোলন কোন পুরুষের বিরুদ্ধে নয়, যে সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন, বাজেট ও পরিকল্পনায় নারীকে নাগরিক ও মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে সে সমাজ, সে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই নারীর প্রতিবাদ, আন্দোলন। হাজার হাজার বছরের গড়ে উঠা মনোজাগতিক দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে বেড়িয়ে এসে নারী পুরুষের যৌথ উদ্যোগেই গড়ে উঠবে বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় কাঠামো।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যপঞ্জী

১। পারভীন সুলতানা, "শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী" দৈনিক জনকণ্ঠ, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৯৮।

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি। (ঢাকা,মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, ১৯৯৭)পৃ-৮।

৩। আবেদা সুলতানা, "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নযনের ভিত্তি", ক্ষমতায়ন,(ঢাকা, উইমেন ফর উইমেন, সংখ্যা,-২, ১৯৯৮) পৃ-৬২

৪। মালেকা বেগম অনুদিত, জাতিসংঘ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন বেইজিং ঘোযনা ও কর্ম পরিকল্পনা, রাজকীয় ডেনমার্ক দূতাবাস, ঢাকা, ১৯৯৭ পৃ-১৬০-১৬৭

৫। ডঃনাজমা চৌধুরী, "রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহনঃ প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা", নারী ও রাজনীতি, ঢাকা ১৯৯৪, উইমেন ফর উইমেন, পৃ-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

মালেকা বেগম

নারী মুক্তি আন্দোলন
বাংলা একাডেমী, ঢাকা
১৯৮৯

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

নারী জাগরণ ও মুক্তি
ঢাকা- ১৯৮৬

উর্মি রহমান অনুদিত

নারী মুক্তির প্রশ্নে
নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা
ঢাকা- ১৯৯৪

লিয়াকত আলী সম্পাদিত

প্রসঙ্গ নারী মুক্তি আন্দোল
পথিকৃৎ প্রকাশনী
ঢাকা- ১৯৯১

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর
জারিনা রহমান খান
সম্পাদিত

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন
সমাজ নিরীক্ষা কেন্দ্র, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৭

মফিজুল হক

নারী পুরুষ বৈষম্য
বিশ্লেষণ প্রকাশনী,
ঢাকা- ১৯৯৯

বেবী মওদুদ

বাংলাদেশের নারী
আগামী প্রকাশনী
ঢাকা- ১৯৯৪

গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার

রহস্যের জালে মহিলাদের জন্য আইন
ঢাকা- ১৯৯৪

উইমেন ফর উইমেন

নারী ও উন্নয়নঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান
ঢাকা- ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

নাজমা চৌধুরী
হামিদা আখতার বানু
মাহমুদা ইসলাম
নাজমুন্নেছা মাহতাব(সম্পাদিত)

নারী ও রাজনীতি
উইমেন ফর উইমেন
ঢাকা- ১৯৯৪

ফিলিপ গাইন

বাংলাদেশের পোষাক শিল্পে নারী শ্রমিক
বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ
ঢাকা- ১৯৯৫

ফরিদা আখতার (সম্পাদিত)

সংরক্ষিত আসন, সরাসরি নির্বাচন
নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা
ঢাকা- ১৯৯৯

সেলিনা হোসেন
অজয় দাস গুপ্ত
ও রোকেয়া কবির(সম্পাদিত)

সংগ্রামী নারী যুগে যুগে
বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ
ঢাকা- ১৯৯৮

মেঘনা গুহঠাকুরতা
সুরাইয়া বেগম
হাসিনা আহম্মেদ(সম্পাদিত)

নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি
সমাজ নিরীক্ষা কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-
ঢাকা- ১৯৯৭

রিটা মে কেলি
ও
মেরী বুটিলিয়ার

রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়
বাংলা একাডেমী- ১৯৯১

Johora Khanam
Rashida Khanam
F.R.M. Ziaun Naher Khan

Women and Politics in Bangladesh
Dhaka-1996

মালেকা বেগম (অনুদিত)

জাতিসংঘ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন, বেইজিং ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা
রাজকীয় ডেনমার্ক দুতাবাস কতৃক প্রকাশিত
১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

উইমেন ফর উইমেন — 'ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রেক্ষিত রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন
ঢাকা- ১৯৯৫

Women for Women — Women and Politics
Empowerment Issues : A seminar report
Dhaka-1995

উইমেন ফর উইমেন — 'বাংলাদেশের গ্রামীণ তৃণমূল মহিলাদের দৃষ্টিতে নারী ক্ষমতায়ন'
কর্মশালা প্রতিবেদন, ঢাকা- ১৯৯৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় — 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি
ঢাকা- ১৯৯৭

উইমেন ফর উইমেন — 'ক্ষমতায়ন'
(জার্নাল)
সংখ্যা- ১, ১৯৯৬

উইমেন ফর উইমেন — 'ক্ষমতায়ন''
(জার্নাল)
সংখ্যা-২, ১৯৯৮

Women for Women — Empowerment VOL-I
1994

পারভীন সুলতানা — "শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী"
দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ ডিসেম্বর ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

রেহানা পারভীন	"নারী দিবস, দৃপ্ত শপথের দিন" দৈনিক জনকণ্ঠ ৯ মার্চ- ১৯৯৯
শান্তা মারিয়া	"ভাষা আন্দোলনে নারী" দৈনিক জনকণ্ঠ ১৬ ফেব্রুয়ারী- ১৯৯৯
সীনা আক্তার	"ইউনিয়ন পরিষদ ও নারী প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব" দৈনিক জনকণ্ঠ ১৪ আগষ্ট- ১৯৯৮
উইমেন ফর উইমেন প্রকাশিত	নারী বার্তা মাসিক পত্রিকা ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা
বদরুদ্দীন উমর সম্পাদিত	সংস্কৃতি বিশেষ নারী সংখ্যা সপ্তম ও অষ্টম সংখ্যা- ১৯৯৭
মোঃ ফেরদৌস হোসেন	"বাংলাদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ঃ একটি বিশ্লেষন"। বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ঢাকা- ১৯৯৪ বি, আই, ডি, এস।
এ্যাডাব কর্তৃক প্রকাশিত	এ্যাডাব ডাইরেক্টরী ঢাকা- ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

জারিনা রহমান খান রেহনুমা আহমেদ	নাইরোবী ফোরাম, ১৯৮৫ সমাজ নিরীক্ষণ/ ১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫
রাশিদা আখতার খানম	"গিলিগান ও নারীবাদী নীতি বিদ্যা" সমাজ নিরীক্ষণ/৭২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯
জোন কেলি	"লিঙ্গের সামাজিক সম্পর্কঃ নারীর ইতিহাসের পদ্ধতিগত নিহিত অর্থ" সমাজ নিরীক্ষণ/৬৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮
বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ	Bangladesh Parliamentary Election '96 Observation Report, Dhaka-1996
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	"নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা" ঢাকা- ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নপত্র

রাজনৈতিক কর্মকান্ডে গ্রামীণ মহিলাদের অংশ গ্রহণের মাত্রা।

১। উত্তর দাতার নাম ঃ

২। (ক) গ্রাম / মহল্লা
(খ) ইউনিয়ন
(গ) থানা
(ঘ) জেলা

৩। ১৯৯১ এবং ১৯৯৬সালের দুটি জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন কিনা?

৪। ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে ভোট দিয়েছিন কিনা?

৫। জাতীয় কিংবা স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনে বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে প্রচার কার্যে অংশ নিয়েছেন কিনা?

৬। জাতীয় কিংবা স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক ইস্যূ নিয়ে পরিবারের অন্যদের সংগে আলাপ করেন কি?

৭। কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হয়েছেন কি?